ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 April, 2021 ■ আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ৫ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,৫০১

সব পরিসংখ্যান ভেঙে দেশে করোনার নতুন সংক্রমণ বেড়ে ২ লাখ ৬১ হাজার

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল(হি.স.)।। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিদিন ভেঙে ফেলছে একের পর এক পুরানো রেকর্ড, সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে ভারতে ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৫০০ জন হয়েছে। এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১,৫০১ জনের। দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু যেভাবে বেড়ে চলছে, তা নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই এমন প্রশ্ন ঘুরছে বিশেষজ্ঞ মহলে। তাঁদের আশঙ্কা যে অমূলক নয়, ফের এক বার হাতেনাতে তার প্রমাণ মিলল। এ বার দৈনিক নতুন সংক্রমণ এবং মৃত্যু আগের সব রেকর্ড ছাপিয়ে গেল।

রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে, সেই অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৫০০ জন। বৃহস্পতিবার থেকে দেশে দৈনিক সংক্রমণ ২ লক্ষের উপরেই রয়েছে। কিন্তু গত দেড় বছরে এক দিনে এত জন মানুষের সংক্রমিত হওয়ার রেকর্ড নেই। সংক্রমণে এই রেকর্ড বৃদ্ধির জেরেই দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮৮ হাজার ১০৯ হয়েছে।

অন্য দিকে, গত ৯ মার্চ দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়ে দৈনিক মৃতের সংখ্যা কমে ৭৭-এ নেমে এসেছিল। কিন্তু তার পর দেড় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে দৈনিক মৃতের সংখ্যা সর্বোচ্চ গিয়ে ঠেকল। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১ হাজার ৫০১ জন করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। করোনার প্রকোপে এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৫০ জন প্রাণ হারিয়েছেন দেশে।

এমন পরিস্থিতিতে শনিবারই প্রতিষেধকের উৎপাদন বাড়িয়ে টিকাকরণে জোর দেওয়ার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রতিষেধকের জোগানে ঘাটতি নিয়ে ইতিমধ্যেই অভিযোগ করেছে একাধিক রাজ্য। তার মধ্যেও প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ মিলিয়ে দেশের ১২ কোটি ২৬ লক্ষ ২২ হাজার ৫৯০ জন নাগরিক কোভিড-১৯ প্রতিরোধী প্রতিষেধক পেয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় প্রতিষেধক পেয়েছেন ২৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯৪৯ জন নাগরিক।

আগের তুলনায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা পরীক্ষাও বেড়েছে। প্রতি দিন যত গুলি নমুনা পরীক্ষা হয় এবং তার মধ্যে যত গুলির রিপোর্ট পজিটিভ আসে, তাকে সংক্রমণের হার বলা হয়। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৫ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩৯৪ টি নমুনা পরীক্ষা হয়। এই মুহূর্তে দেশে সংক্রমণের হার ৫.৫৫। বর্তমানে দেশে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১৮ লক্ষ ১ হাজার ৩১৬।

দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ-এ আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। দেশে সংক্রমিতের সংখ্যা ২.৬১ লক্ষ পেরিয়েছে। এর মধ্যে শুধু মহারাষ্ট্র ও দিল্লি মিলিয়েই আক্রান্ত হতে চলেছেন প্রায় ১ লক্ষ মানুষ। শনিবার এই দুই রাজ্য থেকে ৯১ হাজার জন আক্রান্ত হওয়ার খবর এসেছে।

ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে গোটা দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার জন। দিল্লি থেকে ১০০ থেকে ১৫০ জনের মতো আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু তারপরই আচমকা বাড়তে শুরু করে সংক্রমণ। মাস দুয়েকের মধ্যেই তা পৌঁছে যায় দৈনিক ২ লক্ষ আক্রান্তে। মহারাষ্ট্রে শনিবার ৬৭ হাজার ১২৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন। একদিনের হিসেবে এই সংখ্যা এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ। শনিবারের রিপোর্ট অনুযায়ী মৃত্যু হয়েছে ৪১৯ জনের। রাজ্যের মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭ লক্ষে গিয়ে পৌঁছেছে।

রাজ্যে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। রাজ্যে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আজ এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক স্টেট গেস্ট হাউসের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা। সভায় রাজ্যে কোভিডজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় ও টিকাকরণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্ত'তভাবে পর্যালোচনা করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব।

তিনি আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালে কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। প্রতিটি জেলায় কোভিড আক্রান্তদের সুচিকিৎসার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে, পর্যাপ্ত পরিমাণে মাস্ক, অ'িজেন সিলিণ্ডার এবং ভেন্টিলেটরের যে ব্যবস্থা রয়েছে, তাতে আপৎকালীন পরিস্থিতিতেও যাতে কোনও সঙ্কট দেখা না দেয় সেই বিষয়ে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দেন তিনি। পাশাপাশি ভবিষ্যতে কোভিডজনিত পরিস্থিতিতে চিকিৎসক, নার্স ও প্যারামেডিক্যাল স্টাফের কোনওরকম সঙ্কট যাতে না থাকে তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেন তিনি। সারা রাজ্যে কোভিড মোকাবিলায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে দায়িত্ব সহকারে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে সর্বস্তরের কর্মীরা কাজ করবেন বলেও স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব আশা ব্যক্ত করেন।

সভায় নগর উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডাঃ শৈলেশ কুমার যাদব, অর্থ দপ্তরের যুগ্ম সচিব ডাঃ বিশাল কুমার, স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম সচিব শুভাশিস দাস, যুগ্ম সচিব সুভাষ চন্দ্র সাহা ও যুগ্ম সচিব ডঃ সমিত রায় চৌধুরী, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ শুভাশিস দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ রাধা দেববর্মা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ চিন্ময় বিশ্বাস, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন অধিকর্তা ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ স'ীব দেববর্মা, আই জি এম হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ অমিতাভ চক্রবর্তী, স্টেট নোডাল অফিসার, আইডিএসপি ডাঃ দীপ কুমার দেববর্মা সহ প্রশাসন ও আরক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

নতুন করোনা আক্রান্ত ৬৯

পণ্যবাহী ট্রেনের ধাক্কায় ইঞ্জিনীয়ার সহ দুই রেলকর্মীর মৃত্যু, আহত আরও দু'জন

তেলিয়ামুড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ এপ্রিল।। তেলিয়ামুড়া থানাধীন ত্রিশাবাড়ি রেলস্টেশনস্থিত লাখাই বাজারে রেলের ধাক্কায় প্রাণ গেল দুই রেলকর্মীর। এর মধ্যে একজন রেলের ইঞ্জিনিয়ার এবং অপরজন রেলকর্মী। তাছাড়া দুইজন রেলকর্মী গুরুতর আহত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্তব্ধ হয়ে পড়ে রেল চলাচল। প্রায় বিকেল থেকে তেলিয়ামুড়া ত্রিশাবাড়ি স্থিত রেলস্টেশনে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে থাকার দরুন দেখা দেয় যাত্রীদুর্ভোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো রেল দপ্তরের অফিস ঘেরাও করে যাত্রীসাধারণ শুরু করে হই হট্টগোল।

সংবাদে প্রকাশ, রেলের ধাক্কায় মৃত দুই রেলকর্মীর নাম অখিল যাদব(৫০), বাড়ি উত্তর প্রদেশ এবং অপর আরেকজনের নাম রাজেশ সিনহা (৫৫), তার বাড়ি আসামের বদরপুর এলাকায়। রাজেশ সিনহা এনএফ রেলওয়ের জিরানিয়া তেলিয়ামুড়া সেকশনের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন ত্রিশাবাড়ি রেলস্টেশন স্থিত লাখাই বাজার এলাকায়। সংবাদে জানা যায় রবিবার বিকেল আনুমানিক ৩:৩০ মিনিট নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। রেললাইনে কাজ করার জন্য একটি ট্রলি করে চার জন কর্মী তেলিয়ামুড়া রেল টেশন থেকে লাখাই বাজার হয়ে বড়মুড়া ট্যানেলের দিকে যাওয়ার পথে জিরানিয়া থেকে ধর্মনগর পণ্য বোঝাই রেলের ধাক্কায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই দুর্ঘটনায় ইঞ্জিনিয়ার ও টলি ম্যান এর প্রাণহানি ঘটে। মৃত ২ জনের নাম অখিল যাদব এবং রাজেশ সিনহা। দু'জনের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আর এইদুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয় উত্তম সরকার এবং বিপ্লব মন্ডল। বর্তমানে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন দুজন।

ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে রাত সাতটা পর্যন্ত মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। যতদূর জানা গেছে ময়নাতদন্তের পর আগামিকাল মৃতদেহ দুটিকে রেল দপ্তরে হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে। এদিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ এডিসিতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বয়কট বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। নতুন কাউন্সিলের শপথ গ্রহণের একদিন আগে বিরোধী বিজেপি ঘোষণা করেছে যে তারা এডিসি অঞ্চলে নির্বাচন-পরবর্তী হিংসার কথা উল্লেখ করে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবে না। সংবাদ সম্মেলনে বিজেপি নেতা ও জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য বিমল কান্তি চাকমা বলেছেন যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রাজ্যজুড়ে ব্যাপক হিংসা ও সন্ত্রাস চলছে।

আমরা এডিসি অঞ্চল জুড়ে যে পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করছি তা তিপ্রা মোথার সমর্থকরা তৈরি করেছেন। তারা বিভিন্ন জায়গায় অস্থির পরিবেশ তৈরি করেছে যা এর আগে কখনও দেখা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিছিয়ে গেল জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেইন পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল(হি.স.)।। দেশজুড়ে করোনা সংক্রমনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে এবার ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)এবছরের ২০২১ সালের জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেইন পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রবিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল টুইটে এ খবর জানিয়েছেন। তিনি টুইট বার্তায় লিখেছেন, এবারের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা এপ্রিল মাসের ২৭, ২৮ ও ২৯ তারিখ এই পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনার কারণে পরীক্ষা পিছিয়ে গিয়েছে। পড়ুয়াদের সুরক্ষা ও কেরিয়ার তাঁদের কাছে বরাবরই অগ্রাধিকার পায়। তাই পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার পরবর্তী দিনক্ষণ শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। পরীক্ষার দিন ও দিন ঘোষণার মধ্যে অন্তত ১৫ দিন সময় থাকবে। যাতে পরীক্ষার্থীরা প্রস্তুতি নেওয়ার সময় পায় তাই এই সিদ্ধান্ত। শিক্ষা মন্ত্রকের তরফ থেকে এই কথা রবিবার জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিটিএডিসির সিইএম হচ্ছেন পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া, চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। এডিসির মুখ্য নির্বাহী সদস্য (সিইএম) হিসেবে দায়িত্ব পাচ্ছেন পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া। অন্যদিকে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পাচ্ছেন জগদীশ দেববর্মা। রবিবার তিপ্রা মোথার চেয়ারম্যান প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন এই কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তিনি সিইএম হিসেবে দায়িত্ব নেবেন না বরং কাউন্সিলের যুবকদেরকে জনগণের পক্ষে কাজ করার জন্য দায়িত্ব দেবেন।

তিনি বলেন, নির্বাচনে আমরা লড়াই করেছি এবং জনগণ তিপ্রা মোথাকে ভোট দিয়েছে। এখন, আমাদের 'গ্রেটার টিপরল্যান্ড' লক্ষ্যটি ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যুবকরা জনগণের পক্ষে কাজ করবে, আমি জনগণের স্বার্থে কাজ করব। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর আগামী ২০ এপ্রিল কাউন্সিল গঠিত হবে। চেয়ারম্যানের দায়িত্ব জগদীশ দেববর্মাকে এবং সিইএমের দায়িত্ব দেওয়া হবে কিল্লা-বাগমা আসনের নির্বাচিত প্রার্থী পূর্ণ চন্দ্র জামাতিয়াকে।

বহু বছরে এই প্রথমবারের মতো জামাতিয়া সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তি জেলা পরিষদে মুখ্য নির্বাহী সদস্য (সিইএম) হবেন। এটি একটি বার্তা দেবে যে তিপ্রা মোথার দ্বারা সমস্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রমিককে মারধরের প্রতিবাদে যান চলাচল বন্ধ চন্দ্রপুর মোটরস্ট্যান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। চন্দ্রপুর ইন্টারস্টেট বাস টার্মিনাসে মোটর শ্রমিককে মারধর করার প্রতিবাদে রবিবার সকাল থেকে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। জানা যায় গতকাল এক বাস চালককে আইএসবিটিতে এক দুর্বৃত্ত বেধড়ক মারধর করে। এর আগেও কয়েকজনকে মারধর করেছে। তাতে মোটর শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

মোটর শ্রমিকরা জানান ওই দুর্বৃত্ত যানবাহনের চালকদের কাছে নানা অজুহাতে টাকা দাবি করে। এ নিয়ে বাক-বিতণ্ডা জেরি মোটর শ্রমিকদের মারধর করে বলে অভিযোগ।পরপর এ ধরনের ঘটনা ঘটলেও তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। তাতে কিপ্ত হয় এবং নিরাপত্তার দাবিতে যানবাহন চলাচল রবিবার সকাল থেকে পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় মোটর শ্রমিকরা।

বাসের পাশাপাশি চন্দ্রপুর ইন্টারস্টেট বাস টার্মিনাস থেকে রবিবার সকাল থেকে অন্যান্য যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। এর ফলে যাত্রীদুর্ভোগে চরম আকার ধারণ করে। উল্লেখ্য চন্দ্রপুর ইন্টারস্টেট বাস টার্মিনাস থেকে উত্তর জেলা আগামী সব ধরনের যানবাহন এবং বহির রাজ্যগামি যানবাহন চলাচল করে।সব ধরনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পথের বলি এক, আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ এপ্রিল।। সাতসকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে আর ঘরে ফেরা হলো না পঞ্চাশোর্ধ প্রদীপ দেববর্মার। পথদুর্ঘটনায় কেড়ে নিল প্রদীপ দেববর্মার প্রাণ। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন তুইসিন্দ্রাই বাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াইবাড়ি দয়ারাম পাড়া এলাকার বাসিন্দা বছর ৫৫-এর প্রদীপ দেববর্মা অন্যান্য দিনের মতো রবিবার ও প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিল। কিন্তু প্রাতঃভ্রমণ শেষ করে আর ঘরে ফেরা হলো না তার। অভিশপ্ত এক গাড়ির ধাক্কায় কেড়ে নিল বছর ৫৫ এর প্রদীপ দেববর্মার প্রাণ। যদিও অভিশপ্ত ওই গাড়িটি প্রদীপ দেববর্মাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অভিশপ্ত গাড়ির ধাক্কায় প্রদীপ দেববর্মার নিথর দেহ রাস্তার পাশবর্তী এক পুকুরে জলে গিয়ে পড়ে। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এলাকার লোকজন তড়িঘড়ি খবর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছিনতাইয়ের চেষ্টা ব্যর্থ, গাছের সাথে বেধে যুবককে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। সিধাই থানা এলাকার বামুটিয়া জামাই চৌমুহনী এলাকায় এক মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে এক ছিনতাইকারী। অবশ্য ছিনতাইয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। মহিলার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে ছিনতাইকারীকে আটক করতে সক্ষম হন। তাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে মারধর করা হয়। উত্তেজিত জনতার মারধরে আহত হয়েছে ওই ছিনতাইকারী। ঘটনার খবর পেয়ে বামুটিয়া আউটপোস্ট এর পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।জানা গেছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে জড়িত আরও কয়েকজনের নাম ধাম জানা গেছে। সে অনুযায়ী পুলিশ-ছিনতাইকারী চক্রটিকে আটক করার জন্য তৎপরতা শুরু করেছে। উল্লেখ্য সিধা এর বিভিন্ন এলাকায় এর আগেও বেশ কয়েকটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় হাতেনাতে ধৃত চোর, চুরির ঘটনা বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন শহরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় চুরির ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। রবিবার সকালে রাজধানীর পূর্ব থানা এলাকার এমবিবি ক্লাব সংলগ্ন এলাকা থেকে চোর সন্দেহে এক যুবককে আটক করা হয়। আটক যুবকের নাম বাপন দাস। তার বাড়ি কালিকাপুর এলাকায়।

জানা যায় বাপন দাস নামে ওই যুবক এমবিবি ক্লাব সংলগ্ন এলাকার একটি বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে। তখন ঐ পরিবারের লোকজন রা তাকে আটক করেন। চিৎকারে স্থানীয় লোকজন এবং পথচারীরা এগিয়ে আসেন। তাকে রাস্তার পাশে একটি পিলারে বেধড়ক মারধর করা হয়। গণপ্রহারে সে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাপন দাস নামে ওই যুবক জানায় সে তার এক আত্মীয়কে খুঁজতে এসেছিল। আত্মীয়কে খোঁজার নামে একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ায় তাকে আটক করে বেধড়ক মারধর করা হয়। এলাকাবাসী জানিয়েছেন চুরি করার উদ্দেশ্যেই সে বাড়ির ভিতরে ঢুকে ছিল। চোর সন্দেহে তাকে আটক করা হয়েছে।

এদিকে গত গভীর রাতে আগরতলা পশ্চিম থানার সুপারি বাগান এলাকায় বাইক চুরি করতে গিয়ে আটক হয়েছে এক চোর। গভীর রাতে বাড়ির ভিতরে ঢুকে বাইক চুরি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচার বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে রক্তারক্তি কান্ড মধপুরে, দিনভর উত্তেজনা, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। চার পাচারকারীর হাতে গুরুতর আক্রান্ত এক যুবক। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার কইয়াডেপার তালতলা এলাকায়। আক্রান্ত যুবকের নাম ফারুক হোসেন। বাবার নাম তনু মিঞা। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ভারত বাংলা সীমান্ত তারকাটা বেড়াৰ পাশে কইয়াডেপা তালতলা এলাকায় ফারুক হোসেনৰ বাড়ি।

রবিবার ওই এলাকার কয়েকজন পাচারকারী আচমকা ফারুকের বাড়িতে এসে অকারণে গালমন্দ করতে শুরু করে।এমন সময় ফারুক হোসেন গালমন্দের কারণ জানতে চাইলে কিছু বুঝে উঠতে না পারার পূর্বেই তাকে মারধর শুরু করে এবং বলতে থাকে পাচারকারীদের দুনম্বরী মাল যাহা বাংলাদেশে পাচার করা হয় তা নাকি বিএসএফ দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে। সেই সন্দেহে তাকে বেধড়ক মারধর শুরু করে। কিল-ঘুষি-লাথি ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে শরীরে বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে। এমন সময় ফারুকের বোন এগিয়ে আসলে তার উপর আক্রমণ চালায় চারজন পাচারকারী।

পরে ফারুক এবং তার বোনের চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে আসলে পাচারকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ফারুক হোসেনকে মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে। তার চিকিৎসার পর তার পরিবারের পক্ষ থেকে ৪ পাচারকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে মধুপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। অভিযুক্তরা হল রানা মিয়া, বাবার নাম রেনু মিয়া,সুমন মিয়া বাবার নাম সুরোজ মিয়া, রুবেল মিয়া বাবার নাম রুস্তম আলম এবং আব্দুর রশিদ বাবার নাম জলফু মিয়া।

জানা যায় অভিযুক্ত চারজন ওই এলাকার কুখ্যাত পাচারকারী হিসেবে পরিচিত কাটা তারের বেড়ার উপর দিয়ে কখনো গাজা কখনো ইয়াবা ট্যাবলেট পাচার করে থাকে।তাছাড়া কাঁটাতারের বেড়া কেটে গবাদিপশু পাচার করে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ১৮৫ ◻ ১৯ এপ্রিল ২০২১ ইং ◻ ৫ বৈশাখ ◻ সোমবার ◻ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

উপজাতিদের প্রত্যাশা

ভোট আসে ভোট যায়। কিন্তু গিরিকন্দরে বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষের ভাগ্যের চাকা ঘুরে না।তাহাদের ভাগ্য যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই।ভোটের আগে নির্বাচনী প্রচারে গিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কাজ, খাদ্য ,পরিস্রুত পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যপরিসেবা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়া আসেন।কিন্তু ভোটের বৈতরণী পার হইয়া গেলে তাহাদের টিকির নাগাল মিলেনা।

কাজের জগৎ ক্রমশ কঠিন হইয়া উঠিতেছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি কর্মসংস্থানের সুযোগকে আরো সংকুচিত করিয়াছে। বহু শিল্প কলকারখানা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নতুন করিয়া শিল্প কলকারখানা স্থাপনের তেমন কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হইতেছে না। সরকারি দপ্তর গুলিতে ও কর্ম সংকোচন নীতি গ্রহণ করিয়াছে সরকার।সরকারি-বেসরকারি সব ক্ষেত্রেই কর্ম সংকোচন নীতি গ্রহণ করিবার ফলে মানুষের কাজের অধিকার লঙ্ঘিত হইতেছে। তাহাতে বেকার সমস্যা দিনের পর দিন আরো চরম আকার ধারণ করিতেছে। একথা অনস্বীকার্য যে,

ভারতের ন্যায় বৃহৎ একটি দেশের সর্বত্র কাজের জোগান সারা বছর সমান থাকিবে, তাহা সম্ভব নয়। সেই কারণে দেশের সব জায়গাতেই শ্রমিক চাহিদায় তারতম্য দেখা দেয়। স্বভাবতই, খেটে-খাওয়া মানুষের দল দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চলিয়া যান। কাজের জগতে এমন অবস্থায় আমাদের দেশে যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা অবশ্যম্ভাবী। অথচ,

তাহারা অর্থনীতির একটা গরিষ্ঠ অংশ জুড়িয়া থাকিলেও অদৃশ্যই রহিয়া গিয়াছেন। অতর্কিত লকডাউনে তাঁহারা ছিলেন উহ্য। তাহাদের কেউ ট্রেনে কাটা পড়িয়াছেন, কেউ শত শত ক্রোশ হাঁটিতে গিয়া পথশ্রমে মারা গিয়াছেন, কেউ আবার ট্রাক-লরির ধাক্কায় পিষ্ট হইয়াছেন। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্র-রাজ্য কেউই তাহাদের সম্পর্কে ঠিক পরিসংখ্যান পেশ করিতে পারেনি। ভোটের প্রাক্কালে নেতৃবর্গের দ্বারা তাহারা নানা আশ্বাস পান এবং ভোটের পরে প্রান্তিক শ্রেণিরূপে সকলের অগোচরেই থাকিয়া যান।

তবুও এই বৃহৎ শ্রেণিটিকে নিয়া সরকারি স্তরে কোনও পরিকল্পনা রচিত হয় না। লকডাউনে এই শ্রেণির অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার খবরে সরকার নড়িয়া চড়িয়া বসিল কি? রিয়েল এস্টেট-এর দাম চড়া রাখিতে মানবসম্পদের এই অবমূল্যায়ন। পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত সরকার নগর পরিকল্পনার সময় শ্রমিকদের আবাসের কথা মনেই রাখে না। রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে অংশ নিয়াও তাহারা
ব্রাত্যই থাকিয়া যান।

কেমন করিয়া অদৃশ্য হয়' পরিযায়ী শ্রমিকদের মাথার উপর ছাদ না থাকার মর্মান্তিক অবস্থা তাহার প্রমাণ। তাহাদের সেবা বা পরিষেবাটা আমাদের, তথাকথিত ভদ্র সমাজের, খুবই দরকার। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তাহারা কোথায় থাকিবেন, তাহাদের পরিবারের, শিশুদের অবস্থা কী, ন্যূনতম পরিষেবা তাঁহারা পান কি না, এ সব কেউ মাথা ঘামান না।অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, বাধ্য হইয়া পশুর অধম জীবন যাপন করেন তাহারা। মনে করাইয়া দেওয়া হয় যে, যেটুকু সুবিধা তাঁহারা পাইতেছেন, তাহা-ই অনেক। তাই খালপাড়ে পলিথিন টাঙাইয়া তৈরি হয় তাহাদের ঘর, ফুটপাত হয় ঠিকানা, পুলের তলায় চলে সংসার। যে গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকারের আমরা গর্ব করি, এই মানুষগুলোর জীবনে সেটা কতটা কার্যকর, তাহার কোনও হিসেব নেই। তাহারাই কিন্তু প্রকৃত ভারত। মহাকাশে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, বা ক্রিকেটে ভারতের জয় এ সবের থেকেও বেশি জরুরি অসহায় মানুষগুলোর মাথার উপর ছাদ, পেটে দুটো খাবার আর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র। সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে শ্রমিক মেহনতি অংশের মানুষের জীবন-জীবিকা আরও দুর্বিষহ হইয়া উঠিবে। শুধুমাত্র ক্ষমতার মসনদে বসিবার জন্য জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিলে চলিবে না। জনগণের জন্য কাজ খাদ্য সহ মৌলিক অধিকার গুলির নিশ্চয়তা দেওয়া অবশ্যই জরুরী।

কৃষ্ণনগরের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল নেত্রী

কৃষ্ণনগর, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে মিথ্যাবাদী বলে সরব হলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার কৃষ্ণনগরের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল নেত্রী। এনআরসি থেকে করোনার টিকা, নোটবন্দি, লকডাউন সব কিছু নিয়েই মোদী 'মিথ্যা' বলছেন বলে মন্তব্য করেন মমতা। তাঁর দাবি সবাই, এখন 'মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী' বলে ডাকছেন মোদীকে।

রবিবার কৃষ্ণনগর দক্ষিণের প্রার্থী তথা বিদায়ী মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসের সমর্থনে জনসভা করেন মমতা। তিনি করোনা আক্রান্ত হওয়ায় বাড়ি থেকে বসেই কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তবে এদিন মমতার সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগরে সাংসদ মহুয়া মৈত্র। এদিনের সভা থেকে তিনি বিজেপিকে নিশানা করে মমতা বলেন, 'করোনা নিয়েই হাওড়ার এক বিজেপি প্রার্থী প্রচার করেছেন। দিল্লির নেতারা করোনা আক্রান্তদের নিয়ে প্রচার করছেন। বহিরাগতদের নিয়ে প্রচারে করোনা ছড়াচ্ছেন বিজেপি নেতারা।'

সেই সঙ্গে এদিনের সভায় তাঁর সরকার কী কী উন্নয়ন করেছে তা বিস্তারিত তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে ক্ষমতায় ফিরে আরও কী কী করবেন তা আরও একবার মনে করেয়ে দেন মমতা। পাশাপাশি কৃষ্ণনগরের সভা থেকে আরও একবার ডাক দেন 'খেলা হবে'।

আলিপুরদুয়ারে জাতীয় সড়কে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত এক ছাত্রী, আহত আরও একজন

আলিপুরদুয়ার, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : আলিপুরদুয়ারে জাতীয় সড়কে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ছাত্রীর। রবিবার তপশিখাতা বাজার সংলগ্ন আলিপুরদুয়ার-সোনাপুর জাতীয় সড়কে এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় আরও এক ছাত্রী আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন।রবিবার সকালে তপশিখাতা বাজার সংলগ্ন আলিপুরদুয়ার-সোনাপুর জাতীয় সড়কে ডাম্পারের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল ওই স্কুল ছাত্রীর। পাশাপাশি তাঁর সঙ্গে থাকা অন্য এক স্কুল ছাত্রী গুরুতর জখম হয়। তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা টানা অবরোধ চলার পর পুলিশের মধ্যস্থতায় অবরোধ তুলে নেয় স্থানীয়রা।

অক্সিজেন সরবারহের মাত্রা কম হওয়ায় ৬ করোনা রোগীর মৃত্যু

শাহডোল, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : অক্সিজেনের অভাব যেকোনো এক করোনা রোগীর পক্ষে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তা প্রমাণ হল মধ্যপ্রদেশের শাহডোল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এবার অক্সিজেনের অভাবে ওই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৬ করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, শনিবার গভীর রাতে হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহের প্রেসার কম থাকার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি করোনা রোগীদের হঠাৎ করে অক্সিজেনের সরবরাহের মাত্রা কমে যায়। এরপরই রোগীরা ছটফট করতে থাকে। এই ঘটনার পর হাসপাতালের কর্মীদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। হাসপাতালের তরফেও অক্সিজেনের অভাবে রোগীর মৃত্যুর কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। মেডিকেল কলেজের ডিন মিলিন্দ শিরালকার বলেন, "৬২ জন করোনা আক্রান্ত রোগী ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ)-এ ভর্তি ছিলেন।

পাওনা আদায়ে ক্ষুদ্র সংস্থার হাতিয়ার 'সমাধান' পোর্টাল

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

আজকের মূল আলোচনায় যাবার আগে কেন্দ্রীয় অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পমন্ত্রক সম্প্রতি মন্ত্রকের যে বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২০-২১) প্রকাশ করেছে তার থেকে কয়েকটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করব আমাদের দেশের অর্থনীতিতে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থার গুরুত্ব তুলে ধরতে। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অপিসের পরিসংখ্যান উল্লেখ করে বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, আমাদের দেশের মোট জিডিপির প্রায় এক তৃতীয়াংশ আসে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থা থেকে। ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৭- ১৮ পর্যন্ত জিডিপিতে এইসব সংস্থার অবদান ছিল ২৯.৩৪ থেকে ২৯.৭৫ শতাংশ। ২০১৮-১৯ এ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩০,২৭ শতাংশ। আর মোট উৎপাদনের নিরিখেও ম্যানুফাকচারিংয়ে যেসব সংস্থা আছে তাদেরও অবদান প্রায় ৩৩ শতাংশ। আর এই হার ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত একই রয়েছে।

এবার আমরা আসব সারা দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থার হিসেবে। তবে এই হিসেব একেবারে হালের তা নয়। ২০১৫-১৬ সালের তথ্য, পাওয়া গিয়েছে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা অনুসারে সারা দেশে কৃষিক্ষেত্রে ছাড়া নতিভুক্ত নয় এমন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও সংস্থার সংখ্যা প্রায় ৬৩৩.৮৮ লক্ষ। এণ মধ্যে গ্রামীণ ম্যানুফাকচারিংয়ে রয়েছে 'রায় ১১৪ লক্ষ সংস্থা, আর শহারাঞ্চলে ৮২.৫০ লক্ষ। আর ব্যবসাবাণিজ্যে () এ শহর ও গ্রামীণ এলাকায় রয়েছে ২৩০ লক্ষ সংস্থা। এই প্রসঙ্গে অন্য একটু পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হললিঙ্গ বৈষম্যের একটি মাপকাঠি হিসেবে। প্রায় ৬৩৩.৮৮ লক্ষ সংস্থার মধ্যে প্রায় ৯৬ শতাংশ ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থা। আর এই সব সংস্থার প্রায় ৮০শতাংশ মালিকানা পুরুষদের হাতে, মাত্র ২০ শতাংশ মহিলাদের। তবে এইসব সংস্থার প্রায় ৬৭ শতাংশ রয়েছে সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির হাতে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল দেশের দশটি রাজ্যে রয়েছে এই সব সংস্থার ৭৪ শতাংশ। প্রথম হল উত্তরপ্রদেশে-সংস্থার সংখ্যা প্রায় ৯০ লক্ষ। আর তারপরেই পশ্চিমবঙ্গ-৮৮ লক্ষ ৬৭ হাজার। এতক্ষণ আমরা অনথিভুক্ত অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র সংস্থার কথা বললাম। এবার নথিভুক্ত সংস্থার কথা। ক্ষুদ্র, মাঝারি সংস্থা সরকারি দফতরে নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া বেশ কয়েকবার পরিবর্তিত হয়েছে গত বছরের জুন থেকে উদ্যোগ আধার মেমোরান্ডামের পরিবর্তে এসেছে 'উদম' রেজিস্ট্রেশন। গত বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত উদ্যোগ আধার মেমোরান্ডাম অনুসারে নথিভুক্ত এমএসএমই'র সংখ্যা হল প্রায় ১ কোটি ২ লক্ষ ৩২ হাজার। বার্,কি প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, আমাদের রাজ্যের মোট এমএসএমই'র সংখ্যা ৮৮.৬৭ লক্ষ, এর মধ্যে অতিক্ষুদ্র ৮৮.৪১ লক্ষ, ক্ষুদ্র ০.২৬ লক্ষ এবং মাঝারি ০.০১ লক্ষ। তথ্যের কচকচানি আর নয়, এবার আমরা এগিয়ে যাব মূল আলোচনায়।

অল্প মূলধন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে স্বাধীনতার পর থেকেই কৃষির পরেই ক্ষুদ্র, মাঝঅরি শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু সম্ভাবনাময় এই শিল্প সম্পর্কে সরকারি উদাসীনতা (বাস্তবে) , এই ধরনের শিল্প সংস্থাগুলিকে কখনো স্বস্তি দেয়নি। গত কয়েকবছর ধরে এই শিল্পগুলির হাল আরও খারাপ। ঘরে, বাইরে তীব্র প্রতিযোগিতা, পুঁজির টান, আধুনিকীকরণেণ অভাব ইত্যাদি এই ধরনের সংস্থাগুলির শ্রীবৃদ্ধির প্রধান অন্তরায়। এছাড়া, অন্য যে সমস্যা অতি ক্ষুদ্রক্ষুদ্র সংস্থাগুলিকে মুখোমুখি হয় তার একটি হল—পণ্য সরবরাহ করে সময়ে প্রাপ্য টাকা না পাওয়াতে কার্যকরী মূলধনের অভাব। নোটবন্দি, জিএসটি চালু হবার পর অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, এমনকী মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলি যে সংকটের সামনে দাঁড়িয়েছিল তা থেকে বেরিয়ে আসার আগেই করজোর হাঙ্গামাতে এই ধরনের সংস্থাগুলি আজ এক কঠিন অবস্থার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সম্প্রতিচ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এই সংকটের অবসানে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আমরা আজকের আলোচনায় এরকম কয়েকটি পদক্ষেপ বিশেষ করে বকেয়া আদায়ে কী ব্যবস্থা আছে সে প্রসঙ্গে উল্লেখ করব। বিভিন্ন সুযোগসুবিধা ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পোদ্যোগীদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য কেন্দ্রে যে সব কর্মসূচি /স্কিম আছে সেগুলি হল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ বৃদ্ধি কর্মর্সসূচি ঐতিহ্যবাহী শিল্পের পুররুদ্ধারে তহবিল প্রদান শিল্পোদ্যোগী এবং কর্মকুশলতা বৃদ্ধি কর্মসূচি ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড স্কিম ফর মাইক্রো অ্যান্ড স্মল ন্টোরপ্রাইজেস, ক্রেডিট লিঙ্কড ক্যাপিটাল সাবসিডি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য ক্লাস্টার ডেভলপমেন্ট স্কিম ইত্যাদি। আত্মনির্ভর ভারত' গড়ার লক্ষ্যে সম্প্রতি আরও কিছু সুযোগসুবিধার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এমএসএমই'র কোনো রকম বন্ধক ছাড়া ৩ লক্ষ কোটি টাকার একটি ঋণ প্রকল্প ঘোষিত হয়েছে। ক্ষুদ্র,মাঝারি সংস্থার ইক্যুইটির জন্য আনা হয়েছে, ৫০ হাজারকোটি টাকার প্রকল্প। সরকারি সংস্থাগুলিতে তাদের বিভিন্ন ধরনের পণ্য ক্রয়ের ২৫ শতাংশ কিনতে হবে অতি ক্ষুদ্র বা ভুদ্র সংস্থাগুলি থেকে। ৩৫৮ পণ্যকে এই তালিকায় আনা হয়েছে। চুম্বক আকারে বিভিন্ন প্রকল্পের/ কর্মসূচির নাম এখানে উল্লেখ করা হল। আজকে আমরা এইশব প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। আজেকর বিষয় ক্ষুদ্র , মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলির পণ্য সরবরাহের পর প্রাপ্য টাকা সময়ে না পেলে কী পথে এই টাকা পেতে পারে। সরকারি দফতরে পণ্য সরবরাহের পর মাশের পর মাস ওই দফতরের বিভিন্ন টেবিলে ঘুরেও হকের টাকা না পাবারপ অভিজ্ঞতা অনেক ছোট উদ্যোগপতির রয়েছে। এই ধরনের ঘটনা যে আকছার ঘটে তা সরকারের অজানা নয়। বেসরকারি ক্ষেত্রে এই রকম হয় না, তা কিন্তু ।এজন্য ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর কেন্দ্রীয় এমএসএমই/র মন্ত্রকের উদ্যোগে চালু হয় 'সমাধান' নামে একটি পোস্টাল। উদ্দেশ্য, এই পোর্টাল পণ্য সরবরাহ করার পর ৪৫ দিনের মধ্যে সরবরাহকৃত পণ্যের দাম না পেলে উদ্যোগপতি এই পোর্টালে অভিযোগ জানিয়ে সুরাহা দাবি করতে পারেন। এই পোর্স্টাল তিন বছর আগেচালু হলেও প্রচারের অভাবে অনেক ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগী সরকারি দফতরে হন্যে হয়ে ঘুরছেন।

২০০৬ সালে লাগু হয়েছিল অথিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ উন্নয়ন আইন বা মাইক্রো, স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ ডেভলপমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৬। এই আইনেই বলা আছে, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র বা মাঝারি সংস্থা থেএক কোনো পণ্য/ পরিষেবা ক্রয় করবার ৪৫ দিনের মধ্যেই দাম মিটিয়ে দিতে হবে। আর ৪৫ দিনের মধ্যে বকেয়া টাকা মিটিয়ে না দিলে ক্রেতা সংস্থাকে ফাইন গুণতে হবে মাসিক ভিত্তিতে।

এই আইনে আরও বিধান আছে যে, ক্ষুদ্র সংস্থার বকেয়া পাওনা আদায়ে প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে গঠন করতে হবে 'মাইক্রো অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজ ফ্যামিলিটেশন কাউন্সিল যে কোনো অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা/ প্রতিষ্ঠানই এই কাউন্সিলের কাছে বকেয়া না পেলে অভিযোগ জানাতে পারেন। তবে জানাতে ওই সংস্থার থাকতে হবে বৈধ উদ্যোগ আধার অন্যদিকে অভিযোগ পাবার ৯০ দিনের মধ্যেই কাউন্সিলকে বিচার প্রক্রিয়া শেষ করতে হয়। প্রতি রাজ্যের ডাইরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিজ এই কাউন্সিলের প্রধান।

এই কাউন্সিলের কাছে অভিযোগ জানাতে আগে যেমন দফতরে ছোটাছুটি করতে হত, এখন দৌড়ঝাঁপের প্রয়োজন নেই। ইচ্ছে করলে নিজের অফিসে বসেই 'সমাধান' পোর্টালের মাধ্যমে যে সংস্থা/ সরকারি প্রতিষ্ঠান ৪৫ দিনের পরেও সরবরাহকৃ-ত পণ্য / পরিষেবার দাম মেটাতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না, সেই প্রতিষ্ঠানের বিরংদ্ধে অভিযোগ জানানো সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পোর্টালে অভিযোগ জানালে সেই অভিযোগ বিচার করার জন্য স্বতন্ত্র কোনো সংস্থা নেই। পোর্টালের অভিযোগ পৌঁছে যায় এমএসইএফসি'র কাছে কাউন্সিলই পোর্টালে দায়েরকরা অভিযোগ বিচারকরে থাকে।

এই পোর্টালে অন্য দুটি বৈশিষ্ট্য হল—অভিযোগকারী সংস্থা তার দায়েরকরা অভিযোগ সুরাহার কোন পর্যায়ে বা স্ট্যাটাস পোর্টালের মাধ্যমে জানতে পারেন। আরও রয়েছে 'পেনডিং পেমেন্ট' ড্যাসবোর্ড, যা থেকে কোন কোন সংস্থা বকেয়া মেটাচ্ছে না তাও জানা যায়। আর বকেয়া না মেটানো বিষয়টিও ইচ্ছে করলে মন্ত্রক ও তদারকি করতে পারে। এই পোর্টালেরসুবিধা নিতে হলেযেমন উদ্যোগ আধার মেমোরান্ডান থাকা প্রয়োজন, তেমনি পণ্য সরবরাহের প্রমাণপত্র রাখা ও জরুরি।

আমরা আলোচনার শুরংতেই নথিভুক্ত নয় এমন সংস্থার কথা উল্লেখ করেছিলাম। সংখ্যাটি খুব কম নয়, প্রায় কয়েক কোটি। আর এজন্য এইসব সংস্থা নথিভুক্ত না হবার জন্য সরকারি প্রকল্পে সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। অতিক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি শিল্পের নথিভুক্ত হবার প্রক্রিয়া কিন্তু জটিল নয়। আগে এক পাতার একটি রেজিস্ট্রেশন ফর্ম। (উদ্যোগ আধার মেমোরান্ডাম) পূরণ করে এমএসএমই মন্ত্রকে নাম নথিভুক্ত করা সম্ভব। বর্তমানে উদ্যাম ফর্ম পূরণ করার আগে/ পরে কোনো টাকা জমা করতে হয় না। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের আবেদন করা যায়। ব্যক্তি মালিকানা, সমবায়, পার্টনারশিপ, ফার্ম, অবিভক্ত হিন্দু পরিবার ইত্যাদি ধরনের প্রতিষ্ঠানের নথিভুক্ত হতে বাধা নেই। আর এখানে নথিভুক্ত হতে বাধা নেই। আর এখানে নথিভুক্ত থাকলে বেশ কিছু সুবিধা হাতের নাগালের মধ্যে থাকে। নথিভুক্ত থাকলে শুল্কে ছাড় যেমন পাওয়া যায় তেমনি ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট নথিভুক্তি করতে ৫০ শতাংশ ছাড় মেলে। তাছাড়াও গ্যারান্টি ছাড়া ঋণের সুবিধা, ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের সুবিধা, ভর্তুকি, সুদের হারেরসুবিধা মেনে সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন থাকলে। বকেয়া পাওনা আদায়ে সুবিধা কথা আগেই বলা যায়। এ প্রসেঙ্গ আরও উল্লেখ্য, দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে, কর্পোরে হাউসকে ঋণ মঞ্জুর করার ব্যাপারে নজরদিতে বলেছে।

তবে আজকে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না 'উদ্যম রেজিস্ট্রেশনে'র কথা উল্লেখ করা হয়। ২০২০-এর ১লা জুলাই থেকে উদ্যোগে আধার রেজিস্টেশন উদ্যম রেজিস্ট্রেশন পরিণথ হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে উদ্যম রেজিস্ট্রেশন নতুন এক প্রক্রিয়া। আর এজন্য আধার কার্ড আবশ্যিক। আর লাগবে প্যান কার্ড, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। ইতিমধ্যে ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র,মাঝারি শিল্পের সংজ্ঞা টার্ন ওভারের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়েছে। এই ধরনের সংস্থাগুলিকে নথিভুক্তিতে উৎসাহী করতে উদ্যম রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতি আনা হয়েছে বলে সরকারিভাবে বলা হয়েছে। উদ্যোগ আধারে বিভিন্ন ফার্মেণ নামে বহুবার রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব ছিল। উদ্যম আধার কার্ড ভিত্তিক হওয়াতে একজনের পক্ষে একবারই রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব। উদ্যম রেজিস্ট্রেশনে উদ্যাগ আধারের বেশি নথির প্রয়োজন। তবে এই দুইয়ের লক্ষ্য একই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

জীবনের আর্ট, আর্টের জীবন

উত্তম ভৌমিক

জীবন যেরকম, আর্টও সেরকম। এঁকেবেঁকে জীবন এগোয়, এগোয় আর্টও। আর্ট এক তচলমান পথ। অনেক উত্থানপতন আছে, অনেক ভয় আর শঙ্কা আছে এই পথে। কাঁটা বিছানো আছে এই পথে। তবু এই পথেই হাঁটবেন শিল্পী। অজানাকে জানার স্পৃহা তাঁর ভীষণ। নতুন এক জগত আবিষ্কারের বাসনা তাঁকে তাড়িত করে।

জীবনের গৌরব ও গ্লানি, আনন্দ ও বিষাদ, আলো ও অন্ধকার নিয়েই আর্ট। আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-ভালোবাসা নিয়েই আর্ট। আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তাভাবনার গতিপ্রকৃতি নিয়েই আর্ট। জীবনীশক্তির আলোড়ন নিয়েই আর্ট। জীবনের বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ, উত্তাপ জড়িয়ে থাকে আর্টে। জীবনের অতৃপ্তি আর অপূর্ণতা বহন করে আর্ট। আর্ট ও জীবন অবিচ্ছেদ্য।

মন যখন মরুভূমির মতো হয়ে যায়, আর্ট তখন বর্ষা হয়ে নামে। এক পলকা ঠাণ্ডা বাতাস তখন হৃদয়ে বয়ে যায়। অশান্ত মনকে শান্ত করে আর্ট। আর্ট নিভৃতের সঙ্গী। শিল্পী কথা বলেন আর্টের সঙ্গে। আর্ট একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়। আর্ট আছে বলেই ভয়কে জয় করা সহ হয়। আর্ট আগে বলেই কাজে এথ উদ্যম আসে। আট জীবনকে সুন্দর করে তোলে। দিনের আকাশে সূর্য জ্বলছে। রাতের আকাশে তারারা জ্বলছে। আঁধারে জোনাকিরা জ্বলছে।

শিল্পীর ভেতরটাও জ্বলে উঠছে। এই জ্বলে ওঠাটাই আছে শিল্পীর সৃষ্টিতে। আগুন রঙের পাপড়ি মেলে ফুল যেমন করে ফুটে ওঠে, সৌরভ ছড়িয়ে দেয়, অন্তরটাকে দেখতে বলে, শিল্পীও তেমনভাবেই নিজেকে মেলে ধরেন। তাঁর গৌরব, তাঁর বীরত্ব নিয়েই তাঁর আর্ট।

এক এক করে গাছের পাতা খসে পড়ে। গাছের মন তখন শূন্য হয়ে পড়ে। শিল্পীও অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেন। বেদনায় তখন তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়। কয়লার ভিতর থেকে যেমন করে হীরাকে উদ্ধার করে, ধ্বংসস্তূপ থেকে শিল্পী তেমনভাবেই হারিয়ে যাওয়া

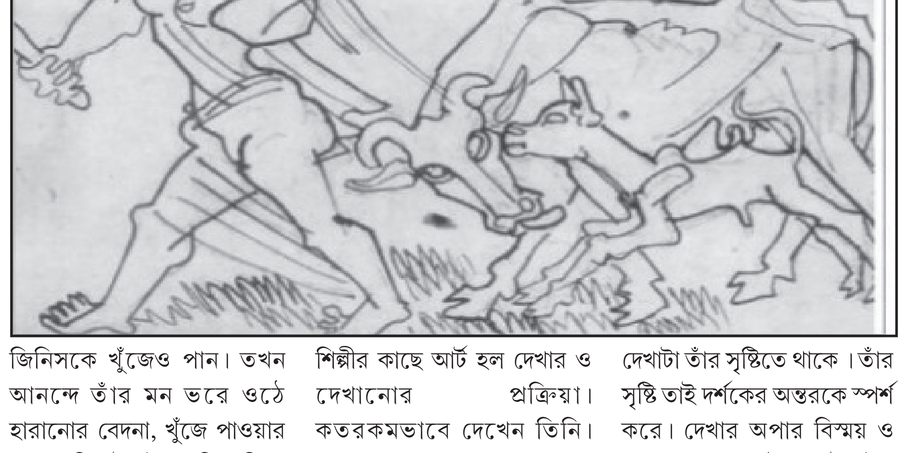

জিনিসকে খুঁজেও পান। তখন আনন্দে তাঁর মন ভরে ওঠে হারানোর বেদনা, খুঁজে পাওয়ার আনন্দ নিয়েই তাঁর সৃষ্টি এগিয়ে চলে।

যে দিকটা কেউই তাকায় না, সে দিকটায় শিল্পীর চোখ পড়ে যায়। অসুন্দরের মধেও সুন্দরকে খুঁজে পান। অন্ধকারের মধ্যে আলোকে খুঁজে দেখেন। ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতকে খুঁজে পান। তাঁর দেখাটা তিনি সবাইকে দেখান।

শিল্পীর কাছে আর্ট হল দেখার ও দেখানোর প্রক্রিয়া। কতরকমভাবে দেখেন তিনি। চোখ খুলে দেখেন, চোখ বন্ধ করে দেখেন। অবস্থান বদল করে দেখেন। বিভিন্ন সময়ে দেখেন। বিশ্বাসের চোখ বন্ধ করে দেখেন। অবস্থান বদল করে দেখেন। বিভিন্ন সময়ে দেখেন। বিশ্বাসের চোখ দিয়ে দেখেন। যে -দেখা হৃদয়ে দাগ কেটে যায়, যে -দেখার মধ্যে ভালোবাসা থাকে, সেই দেখাটা তাঁর সৃষ্টিতে থাকে ।তাঁর সৃষ্টি তাই দর্শকের অন্তরকে স্পর্শ করে। দেখার অপার বিস্ময় ও জানান অদম্য কৌতূহলই তাঁর সৃষ্টির প্রাণভ্রমর।

পাতার ভিতর পাখি গান গায়। বনের ভিতর ফুটে ফুল। ঘাসের ভিতর দিয়ে চলে যায় সাপ। মাটির ভিতর গাছ শিকড় চারিয়ে দেয়। খালি চোখে দেখা যায় না এদের, এদের দেখা যায় অনুভবের চোখে। এরা লুকিয়ে থাকে বলেই এদর অস্তিত্ব এত জোরালো। শিল্পীও নিজের হৃদয়টা লুকিয়ে রাখেন ছবির ভিতর, ভাস্কর্যের ভিতর। তিনি চান দর্শক তাঁকে খুঁজে দেখুক।

শিল্পী পথ ভুলে যান প্রতিনিয়ত। নতুন পথ তৈরি করেন। শল্পী ভুলে যান সৃষ্টির রীতিনীতি। নতুনভাবে প্রকাশের পথ খোঁজেন। শিল্পীর অন্তরে এক শিশু বাস করে। সে সবকিছুকে তালগোলপাকিয়ে দেয়। খেলার আনন্দে সে মজে থাকে। সেই শিশুই শিল্পীকে চালনা করে। এক অদ্ভুত জগত রচনা করে ফেলেন। সেই জগত সহজ, সরল ও আনন্দময়। সেই জগতে কৃত্রিমতার ছাপ নেই, অলঙ্কারণের আতিশয্য নেই, আছে জীবনের বিভাটুকু। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সাংবাদিক সম্মেলন বক্তব্য রাখছেন বিজেপি জনজাতি মোর্চার নেতৃবৃন্দরা। ছবি ঃ নিজস্ব

নির্বাচনের পরদিন চাকদহে বিজেপির পোলিং এজেন্টের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার

চাকদহ, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : পঞ্চম দফা নির্বাচনের পরদিন রবিবার নদিয়া জেলার চাকদহ বিধানসভা এলাকায় বাড়ির সামনে থেকে উদ্ধার হল বিজেপির পোলিং এজেন্টের ক্ষতবিক্ষত দেহ। বিজেপির অভিযোগ, দলীয় কর্মীর খুনের পিছনে তৃণমূলের হাত রয়েছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

চাকদহ বিধানসভার রাওয়াড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মণ্ডল পাড়া এলাকার বাসিন্দা দিলীপ কীর্তনিয়া। এলাকায় তিনি সক্রিয় বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত। দিলীপবাবু পোলিং এজেন্টও ছিলেন। অভিযোগ, শনিবার তিনি যখন বুথে বসতে যাচ্ছিলেন তখনই তাঁকে হুমকি দেয় তৃণমূল কর্মীরা। এর পর রাতে তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় কেউ বা কারা। তার পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন তিনি। ভোররাত থেকে খোঁজ শুরু করে পরিবারের সদস্যরা। রবিবার সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি ঝোঁপের মধ্যে দিলীপবাবুর দেহটি পড়ে থাকতে দেখা যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তাঁর মুখ ও কান দিয়ে রক্ত ঝরছিল। সঙ্গে সঙ্গে চাকদহ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। হাসপাতালের সামনে উপস্থিত পরিবার পরিজন ও প্রতিবেশীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে হাসপাতাল চত্বরেই বিক্ষোভ চলছে বলে খবর। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁচেছে বিশাল পুলিশবাহিনী। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের দাবি, দিলীপকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে।

এপ্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, "এটা তৃণমূলের সংস্কৃতি। পোলিং এজেন্টকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করছে ওরা। বিজেপি করা তৃণমূলের কাছে অপরাধ। দলের উপরতলা থেকে বিরোধী শূন্য রাজনীতি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওদের কর্মীদের। তাই দলের নিচুতলার কর্মীরা খুনোখুনি করছে। দোষীদের শাস্তি চাই।" যদিও অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বরানগরের প্রার্থী তাপস রায় বলেন, "উনিশের লোকসভার পর রাজ্যে খুনোখুনির রাজনীতি আমদানি করেছে বিজেপি। এই ধরনের রাজনীতি করে ওরা আনন্দ পায়। কিন্তু তদন্তের আগে কীভাবে এটাকে খুন বলে দেওয়া যায়? কীভাবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আঙুল তোলা যায় তা আমার জানা নেই। তদন্ত হোক, প্রকৃত সত্য সামনে আসবে।"

করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১ লক্ষ ছুঁতে চলল দিল্লি ও মহারাষ্ট্র

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ-এ আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। দেশে সংক্রমিতের সংখ্যা ২.৬১ লক্ষ পেরিয়েছে। এর মধ্যে শুধু মহারাষ্ট্র ও দিল্লি মিলিয়েই আক্রান্ত হতে চলেছেন প্রায় ১ লক্ষ মানুষ। শনিবার এই দুই রাজ্য থেকে ৯১ হাজার জন আক্রান্ত হওয়ার খবর এসেছে। ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে গোটা দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার জন। দিল্লি থেকে ১০০ থেকে ১৫০ জনের মতো আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু তারপরই আচমকা বাড়তে শুরু করে সংক্রমণ। মাস দুয়েকের মধ্যেই তা পৌঁছে যায় দৈনিক ২ লক্ষ আক্রান্তে। মহারাষ্ট্রে শনিবার ৬৭ হাজার ১২৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন। একদিনের হিসেবে এই সংখ্যা এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ। শনিবারের রিপোর্ট অনুযায়ী মৃত্যু হয়েছে ৪১৯ জনের। রাজ্যের মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭ লক্ষে গিয়ে পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ২৪ হাজার জন। আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা প্রায় ২৪ শতাংশ বেড়েছে।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, পরিস্থিতি বেশ সংকটজনক। যে হারে করোনা বাড়ছে, কেউ জানে না এর শেষ কোথায়। তিনি এও জানিয়েছেন হাসপাতালগুলিতে বেড সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করছে সরকার। স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে ছুটির দিন কারফিউ ঘোষণা করেছে। দিল্লি সরকারের তরফে এই কারফিউ দিনগুলি জনসাধারণকে বাড়ির ভিতরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছে সুরক্ষার কারণে। এর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলির জন্য ই-পাসের ব্যবস্থা করেছে দিল্লি সরকার।

অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের হাসপাতালগুলিতেও বেড ও মেডিক্যাল সরঞ্জামের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে অক্সিজেনের অপ্রতুলতা ভাবাচ্ছে সরকারকে। এই মাসের গোড়ার দিকেই মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে বিষয়টি কেন্দ্রকে জানিয়েছেন। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহারাষ্ট্র সহ বেশি আক্রান্ত রাজ্যগুলিতে অক্সিজন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাঠানোর নির্দেশও দিয়েছেন। মহারাষ্ট্রে ১ হাজার ১২১টি ভেন্টিলেটর পাঠানোর আশ্বাসও দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী হর্ষ বর্ধন।

অবশেষে সমাধিস্থ করা হল রানি এলিজাবেথের স্বামী প্রিন্স ফিলিপকে

লন্ডন, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : অবশেষে সমাধিস্থ করা হল রানি এলিজাবেথের স্বামী ডিউক অফ এডিনবার্গ প্রিন্স ফিলিপকে। গত ৯ এপ্রিল ৯৯ বছরে প্রয়াত হন প্রিন্স ফিলিপ। শনিবার ব্রিটেনের স্থানীয় সময় দুপুর ৩ টেয় উইন্ডসর ক্যাসেলের ভিতর অবস্থিত সেন্ট জর্জেস চ্যাপেলে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

বৈশ্বিক করোনা মহামারীর কারণে প্রিন্স ফিলিপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবতীয় অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এছাড়াও মৃত্যুর আগে প্রিন্স ফিলিপের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী যাবতীয় অনুষ্ঠান নূন্যতম ছোটো করে করা হয়েছে।

মহামারীর কারণে ব্রিটেনের সাধারণ জনগণের জন্য তাঁর মরদেহ রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য শায়িত রাখা হয়নি। তবে এই অন্তিম সংস্কারের অনুষ্ঠানটি টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছিল। তবে করোনার কারণে রাজপরিবারের নিয়ম মেনে প্রিন্স ফিলিপের শেষকৃত্যের এই অনুষ্ঠানে মাত্র ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মুখে মাস্ক পরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে যাবতীয় নিয়মকানুন পালন করা হয়।

প্রিন্স ফিলিপের এই অন্তিম যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন তাঁর চার সন্তান এবং আটজন নাতি নাতনি। শেষকৃত্যের শুরুতে ডিউকের মরদেহ উইণ্ডসর দুর্গের প্রাইভেট গির্জা থেকে দুর্গের রাষ্ট্রীয় প্রবেশপথে নিয়ে আসা হয়। এরপর তার শবদেহ একটি জলপাই রঙের ল্যান্ড রোভারে করে উইণ্ডসর দুর্গের ভেতরেই সেন্ট জর্জেস চ্যাপেল নামের গির্জায় নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রিন্স ফিলিপের মৃত্যুতে অবসান ঘটল ব্রিটেনের এক যুগের। শনিবার তাঁর সমাধির মধ্যে দিয়ে শেষ হল সাতদিনের রাষ্ট্রশোক। তবে আরও এক সপ্তাহ এই শোকপালন চলবে। এই সময়ে রাজপরিবারের যাবতীয় অনুষ্ঠানে কালো পোশাক পরে যোগ দেবেন সবাই। তবে মজার মানুষ এবং ভালো একজন রাজা হিসেবে আমাদের সবার মনে আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন প্রিন্স ফিলিপ।

"যেমন চাইছি তেমনই হচ্ছে নির্বাচন":দিলীপ ঘোষ

কলকাতা,১৮ এপ্রিল (হি স): ইতিমধ্যেই পাঁচ দফার ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। একুশের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্য জুড়ে। এরই মাঝে রবিবার ইকো পার্ক থেকে "যেমন চাইছি তেমনই হচ্ছে নির্বাচন" মন্তব্য রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে উত্তেজনা চরমে। তবে, ভোট আবহে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ রাজনৈতিক দলগুলি। এরই মাঝে গতকাল ছিল পঞ্চম দফার ভোট। আর তারপরেই এদিন দিলীপ ঘোষ বলেন, "১২৫, হিসাব মতো ২০০ সিট যেমন চাইছি তেমনই হচ্ছে নির্বাচন"। আট দফার মধ্যে ৫ দফা ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ। ১৮০ টি কেন্দ্রে প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ সম্পূর্ণ। অধিকাংশ জনরায় যে বিজেপির পক্ষেই গিয়েছে, তা ফের দাবি করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর হিসেব, ১৮০র মধ্যে ১২৫টি আসন পাচ্ছে গেরুয়া শিবির। এই হিসেবই বুঝিয়ে দিল, দু'শোর লক্ষ্যে ক্রমশই এগোচ্ছে বিজেপি, এই বার্তা দিলেন তিনি।

করোনার কোপে শিয়ালদহ শাখায় বাতিল ১৮ জোড়া লোকাল ট্রেন

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) :ভয়াল আকার নিয়েছে করোনা। সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেনই পাশাপাশি আক্রান্ত হয়েছেন রেলকর্মী থেকে শুরু করে আধিকারিকরাও। এই অবস্থায় শিয়ালদহ ডিভিশনে ১৮ জোড়া লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

রবিবার রেলের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। যে ট্রেনগুলি বাতিল হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে শিয়ালদহ-ব্যারাকপুর, শিয়ালদহ-গোবরডাঙা, শিয়ালদহ-দত্তপুকুর, শিয়ালদহ-ডানকুনি, শিয়ালদহ-দমদম ক্যান্টনমেন্ট,শিয়ালদহ-হাবরা, শিয়ালদহ-নৈহাটি, শিয়ালদহ-ঠাকুরনগর,শিয়ালদহা-কল্যাণী, শিয়ালদা-বারুইপুর, শিয়ালদা-ক্যানিং, সোনারপুর-ডায়মন্ড হারবার, বারুইপুর-লক্ষ্মীকান্তপুর, বারুইপুর-ডায়মন্ড হারবার, রানাঘাট-নৈহাটি লাইনের কয়েকটি ট্রেন।

বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন

হেফাজতে ইসলামের নেতা মামুনুল হককে গ্রেপ্তার

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৮।। বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মামুনুল হককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

রোববার বেলা ১টার দিকে তাকে মোহাম্মদপুরের জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছেন মহানগর পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-কমিশনার হারুন অর রশিদ। মামুনুল এই মাদ্রাসার শিক্ষক।

উপ-কমিশনার হারুন অর রশিদ বলেন, "২০২০ সালে মোহাম্মদপুর থানার একটি নাশকতা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।" তিনি বলেন, "হেফাজতের বিরুদ্ধে পুলিশের ওপর পরিকল্পিতভাবে হামলা, থানায় হামলা, রেজিস্ট্রার অফিসে হামলা, ভাঙচুরসহ অনেকগুলো মামলা রয়েছে। এসব মামলার তদন্ত চলছে।

কওমী মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মামুনুল হককে রোববার দুপুরে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা থেকে গ্রেপ্তারের পর তেজগাঁওয়ের উপ-পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। "আমরা দীর্ঘদিন ধরে তাকে নজরদারিতে রেখেছিলাম, পাশাপাশি ২০২০ সালে মোহাম্মদপুর থানার একটি ভাঙচুর-নাশকতার মামলা তদন্ত করছিলাম। তদন্তে ওেই ঘটনায় সুস্পষ্ট সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পেয়েই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।"

এক প্রশ্নে এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, "প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে হামলায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তাকে আগামীকাল আদালতে সোপর্দ করা হবে। তার রিমান্ড চাওয়ার বিষয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। উপ কমিশনার হারুন বলেন, "মোহাম্মদপুর থানার মামলা ছাড়াও গাজীপুরের মো. শাজহান নামের একজন তার বোনকে মামুনুল যে বিয়ে করার পর থেকে তাকে না পাওয়ার ব্যাপারে মোহাম্মদপুর থানায় যে জিডি করেছে, সে বিষয়েও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

গতবছরের নভেম্বরে ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপনের বিরোধিতা করে আলোচনায় আসেন মামুনুল হক। এরপর ভাস্কর্যের নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে ডিসেম্বরে কুষ্টিয়া শহরে জাতির পিতার একটি নির্মাণাধীন ভাস্কর্যের ভাঙচুর চালানো হয়। ভাস্কর্য বিরোধিতা এবং ভাঙচুরের ঘটনায় হেফাজতে ইসলামের আমির জুনাইদ বাবুনগরী ও যুগ্ম মহাসচিব মামুনুল হকের বিরুদ্ধে ঢাকার আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হয়েছে।

এ বছর মার্চে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরের বিরোধিতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তাণ্ডব চালায় হেফাজত। এর মধ্যে সুবর্ণজয়ন্তীর দিনে ঢাকায় বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ এলাকায় সংঘাত-নাশকতার ঘটনায় মামুনুল হকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে। এরপর গত ৩ এপ্রিল সোনারগাঁওয়ের একটি রিসোর্টে এক নারীসহ আটক হয়ে আবারও আলোচনায় আসেন হেফাজতের এই নেতা, যাকে তিনি নিজের দ্বিতীয় স্ত্রী বলে দাবি করেছেন। এরপর থেকে সংগঠনটির বেশ কয়েকজন শীর্ষ পর্যায়ের নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ভোমরা বন্দরে কার্যক্রম স্বাভাবিক তবে মানছে না স্বাস্থ্যবিধি

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৮।। চলমান লকডাউনে স্বাভাবিক নিয়মেই ভোমরা স্থল বন্দরে কার্যক্রম চললেও পণ্যবাহী গাড়ি কম প্রবেশ করছে। তবে বন্দরে আগত ট্রাক চালক ও শ্রমিকরা কেউ স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না। বন্দর কর্তৃপক্ষ ও সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হলেও সচেতন থাকতে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

রোববার (১৮ এপ্রিল)ভোমরা স্থলবন্দর এ চিত্র দেখা গেছে। ভোমরা সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের মোস্তাফিজুর রহমান নাসিম জানান, লকডাউনে আমদানি-রফতানি কার্যক্রম ও পণ্য পরিবহনে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। কাস্টমস কার্যক্রমও চলছে। আমদানি ও রফতানি কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে। তবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ও লকডাউনে আটকা পড়ার আশঙ্কায় ভারতীয় ট্রাক চালক ও শ্রমিকরা বাংলাদেশে আসতে চায় না। এ জন্য পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সময় ও খরচ বেশি হচ্ছে। আবার অতিরিক্ত চাহিদা না থাকায় পেঁয়াজ, ফলসহ বেশ কিছু পণ্যর আমদানি কমে গেছে। স্বাস্থ্যবিধি মানতে সচেতনতামূলক প্রচারণা করেছি। কয়েকদিন আগে শ্রমিক সংগঠনের কাছে মাস্ক দেয়া হয়েছে। তাদের স্বাস্থ্যবিধি মানতে অনুরোধ করেছি। তবে অনেকেই তা মানছে না। এ বিষয়ে শ্রমিক নেতারা বলছেন, বন্দরে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই কাজ করছেন শ্রমিকরা। তারা কোথাও জটলা করছেন না। বন্দরের স্বাস্থ্যবিধি না মানার বিষয়ে জানতে চাইলে ভোমরা বন্দর কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মকর্তা কথা বলতে রাজি হননি। ভোমরা বন্দরের রাজস্ব কর্মকর্তা মো. আবু তাহের বলেন, লকডাউনের বন্দরের কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে। তবে আগের চেয়ে কম গাড়ি প্রবেশ করছে। রমজান উপলক্ষে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার পরিবর্তে আমদানি রফতানি কার্যক্রম চলছে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। স্বাভাবিক নিয়মে বন্দরে ভারত থেকে সাড়ে তিনশ থেকে চারশ পণ্যবাহী ট্রাক দেশে প্রবেশ করলেও বর্তমানে প্রবেশ করছে একশ থেকে দুইশ ট্রাক। তাদের অফিসে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আরটিপিসিআরের করোনা নেগেটিভ সনদ না থাকলে থাকতে হবে কোয়ারেন্টিনে

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৮।। বাংলাদেশের বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন দিয়ে ভারত থেকে ফেরত আসা বাংলাদেশি পাসপোর্ট যাত্রীদের করোনার আরটিপিসিআরের টেস্টের নেগেটিভ সনদ না থাকলে ১৪ দিন নিজ খরচে থাকতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সেন্টারে।

রোববার (১৮ এপ্রিল) দুপুরে বেনাপোল আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবনে এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন বেনাপোল স্থলবন্দরের উপ-পরিচালক (ট্রাফিক) মামুন তরফদার।

এসময় তিনি জানান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দিয়ে তাদের নির্দেশনা দিয়েছে ভারত থেকে যেসব পাসপোর্ট যাত্রীরা দেশে ফিরবে তাদের সকলকে নিজ খরচে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সেন্টারে থাকতে হবে। তবে এই মহামারিতে পাসপোর্ট যাত্রীদের দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত হয় যে শুধুমাত্র আরটিপিসিআরের করোনা টেস্টের সনদ ছাড়া ও করোনা উপসর্গ নিয়ে দেশে ফিরবে তাদের ১৪ দিন নিজ খরচে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সেন্টারে থাকতে হবে।

বেনাপোল ইমিগ্রেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা আবু তাহের জানান, যেসব পাসপোর্ট যাত্রীরা আরটিপিসিআর ল্যাবের করোনা টেস্টের সনদ ছাড়া দেশে ফিরবে তাদের বেনাপোলে ১৪ দিন নিজ খরচে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সেন্টারে থাকতে হবে। পরবর্তী ১৪ দিন পরে স্বাস্থ্যকর্মীরা সেসব পাসপোর্ট যাত্রীদের স্যাম্পল সংগ্রহ করে যশোর আরটিপিসিআর ল্যাবে পাঠানো হবে। এছাড়া টেস্টে যেসব যাত্রীদের করোনা নেগেটিভ আসবে তারা নিজ গন্তব্যে যেতে পারবে। আর যাদের পজিটিভ আসবে তাদের চিকিৎসার জন্য যশোর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে পাঠানো হবে।

বাংলাদেশে একদিনে ফের সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৮।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১০২ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা একদিনে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ।

এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৩৮৫ জনে। একই সময়ে দেশে করোনা শনাক্ত হয়েছে ৩ হাজার ৬৯৮ জনের শরীরে। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭ লাখ ১৮ হাজার ৯৫০ জনে।

রোববার স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৯ হাজার ৪০৪টি নমুনা পরীক্ষা ৩ হাজার ৬৯৮ জন আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হন। এতে মোট শনাক্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭ লাখ ১৮ হাজার ৯৫০ জনে। ২৪ ঘণ্টায় পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ১৯.০৬ শতাংশ।

এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ১২১ জন। এ নিয়ে মোট সুস্থ ৬ লাখ ১৪ হাজার ৯৩৬ জন। এর আগে গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১০১ জনের মৃত্যু হয়, যা ছিল দেশে একদিনে সর্বোচ্চ।

গত বছরের ৮ মার্চ দেশে প্রথম ৩ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এর ১০ দিন পর ১৮ মার্চ দেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

ইসলামপুরে পৌর আবাসন থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ

ইসলামপুর, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর বাস টার্মিনাসের পৌরসভার আবাসন থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ। রবিবার সকালের এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত এলাকায়। দুর্গন্ধ বেড়তে থাকা মৃতদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। গোটা ঘটনার বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ।

পৌর আবাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম শান্তনু পাল(৩৫)। রায়গঞ্জ দেবীনগরের বাসিন্দা ছিলেন। গত ১৫ এপ্রিল থেকে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসের পৌর আবাসনের ২০ নম্বর রুমে ছিলেন। তিনি পেশায় বেসরকারি সংস্থার সেলসম্যান পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রতিদিন সকালে সাফাইকর্মী ঘর পরিষ্কার করতে গেলেও দরজা বন্ধ দেখে ফিরে আসতেন। এদিন সকালে পৌর আবাসনের ২০ নম্বর রুমে সাফাই করতে গেলে একইভাবে দরজা বন্ধ দেখতে পায় এক সাফাইকর্মী। পাশাপাশি ওই ঘরের সামনে থেকে প্রচন্ড দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। সাফাইকর্মীর থেকে পৌর আবাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী বিষয়টি জানতে পেরে ইসলামপুর থানার পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে। ওই ঘর থেকে মোবাইল ফোন আইকার্ড কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

দম ও ভুনায় শাহি রসনা

পুজো এলে আমাদের পাকশালেও সাজো সাজো রব লাগে। চুড়ো করা ভাত, চার পাশে মাটন, চিংড়ি, চাটনি, সন্দেশ। তখন পাত দেখলেই বোঝা যায়, মেজাজে উৎসবের আমেজ লেগেছে। তবে এই ভারতেই এমন এক জনগোষ্ঠী আছে, যাদের খাবার টেবলে সংবৎসর উৎসবের ধুম। প্রায়ই তাঁদের বাড়ির পেল্লায় ডাইনিং টেবলে সাজানো হয় ক্ষীর মাখনা, শুখি উরদ ডাল, কুড়কুড়ি ভিন্ডি, শামি কাবাব, কিমা পরাঠা, পোলোয়া, হালুয়া। গৃহিণী আঙুলের আন্দাজে চিমটে করে চিনি, হলুদ, ধনে আর লঙ্কা গুঁড়ো ছিটিয়ে দেন ফুটন্ত সুরুয়ায়। তার পর আঁচ কমিয়ে ধৈর্য ধরে খুন্তির পাকে দেবভোগ্য ভোজন আয়োজন করেন, আঘ্রাণ গোটা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এ বাড়িতে নেমন্তন্ন পেলেও ভাগ্য ধন্য। চিনেমাটির প্লেটে গিন্নিমা বেড়ে দেবেন বাড়িতে গড়া খাস্তা কচৌরি আর হিংগন্ধি আলু ভুনা। লোভে পড়ে তাতে পেট ভরে ফেললে অতিথি বিপদে পড়েন। কারণ তার পরই খানসামা রেকাবি জুড়ে আনে ভেড়ার দাওয়াতওয়ালি রাং।

এমন শাহি রসুই, খানদানি খাতিরদারি আর সম্ভ্রান্ত রুচি যাঁদের, তাঁরাই হলেন কায়স্থ সম্প্রদায়। জনপ্রিয় বিশ্বাস, তাঁরা ব্রহ্মার কায়া বা দেহজাত পুত্র চিত্রগুপ্তের বংশধর। তাই 'কায়স্থ' নামে পরিচিত। পরলোকের পাপ-পুণ্যের হিসেবলেখক পূর্বপুরুষের মতোই মর্ত্যলোকে হরেক রকম কলম পেষার কাজে এঁরা নিয়োজিত। মোগল থেকে ইংরেজ নানা আমলে প্রশাসনিক কাজ সামলেছেন। সঙ্গে তাঁদের জীবনচর্যায় কালে কালে মিশেছে মোগল-ব্রিটিশদের খানাপিনা চালচলন। শাসকের সাম্রাজ্য যত ব্যাপ্ত হয়েছে, ততই কর্মচারীর দল ছড়িয়ে গিয়েছেন গাঙ্গেয় সমভূমিতে। প্রধানত, আরাবল্লির চারপাশে, উত্তরপ্রদেশ-বিহার আর পশ্চিমবঙ্গে। অঞ্চলভেদে মরসুমি ফল-আনাজ, মাছ-মাংসও
তাঁদের রন্ধনশালের স্বাদ বাড়িয়েছে। তৈরি হয়েছে এলাহি এক খাদ্যঘরানা কায়স্থ খাদ্যাভ্যাস বা কায়স্থ কুইজিন।

কালিয়া কোফতা পসিন্দা

উত্তর ভারতের বিখ্যাত গঙ্গা-যমুনি তেহজিব অর্থাৎ ইন্দো-ইসলামিক মিশ্র সংস্কৃতির ঝলক মেলে কায়স্থদের ভোজবিলাসে। হেঁশেলে মোগলাই দস্তরখানের আদলে অজমাংসের রাজপাট। মোগল রেওয়াজ মেনেই রান্না হয় ঢিমে আঁচে তেল-মশলায় আচ্ছা করে ঝলসিয়ে (ভুনা) বা ঢাকনা চাপা দিয়ে খাবারটাকে তরিবত করে ভাপিয়ে (দম)। 'ধুনগার' পদ্ধতিতে গরম কয়লায় ঘি গলিয়ে খাবারে অনবদ্য ক্রিমি ফ্লেভার জোড়া হয়। ঘুরিয়েফিরিয়ে রান্না হয় মাংসের কালিয়া, কিমার কোফতা, বাদামি গোস্ত পসিন্দা। তবে তাঁরা দরবারি ভোজের মতো দামি জাফরান বা মিঠা আতর দেন না। ম্যারিনেশন আর কষানোর কেরামতিতেই মাংসের আঁশটে গন্ধ দূর করেন। কড়াই থেকে রসুই নামিয়ে ছোট এলাচ, জায়ফল, জয়িত্রি কিংবা ক'ফেঁটা কেওড়া জল ছিটিয়ে দেন। মাংসের সেই মোগলাই পদেই ডুবিয়ে খান ব্রাহ্মণ্য পাকমতে ঘিয়ে ভাজা পরোটা বা হিন্দু বাড়ির পুরি-ফুলকা। বাঙালি কায়স্থ ঘরে যেমন লুচির সঙ্গে তেল কষা পাঁঠার কালিয়ার খুব কদর। দিল্লি দরবারের সঙ্গে রাজপুতানার যোগাযোগ থাকায় কায়স্থ পাতে লাল মাসও ভূরিভূরি। এই মিশ্র সংস্কৃতিরই আর এক উদাহরণ কাবাব-পরোটা। উচ্চবর্ণের হিন্দু ঘরে রেস্তরাঁর খাবার ঢোকার বহু আগে থেকেই এঁরা বাজারের নানভাইদের কাছ থেকে শিরমল, কোর্মা আর রুমালি রুটি কিনে নৈশভোজ করেছেন। তবে কায়স্থ বংশের তারকা খাবার ইয়াখনি পোলাও। বাসমতি চালের দানায় ইয়াখনি বা মাংসের সুগন্ধি স্টক মিশে তাকে স্বর্গীয় স্বাদে মুড়ে দেবে।

নকল মাংস, তেহরি, চচ্চড়ি

পরিবারের নানি-দাদিরা প্রায়শই নিরামিষাশী। কিন্তু তাঁরা মাছ-মাংসের পদ্ধতিতেই ডাল, আনাজ রাঁধেন। এঁচড় পিস পিস করে কেটে বা কাঁচকলার চাকলা মেথি-ফোড়নে রেঁধে নকল মাছ-মাংস তৈরি করে ফেলেন। যে টক দই বা গোটা গরম মশলায় আমিষ রান্নায় আঁশটে গন্ধ ঢাকা হয়, সেগুলোই এ সব পদেও মাখিয়ে দেন। ফলে সেই মুগ ডালের শামি কাবাব, ডালের কোফতা, আটে কা কিমা, কেলে কী মছলি বা গাছপাঁঠার (এঁচড়) কালিয়ার সঙ্গে ননভেজ আইটেমের ফারাক ধরে সাধ্যি কার! ডাল দিয়েই লিভার কারি, পাউরুটি বেসন দিয়ে অমলেট তৈরিতেও তাঁরা ওস্তাদ! ছোলার ডাল বাটা দিয়ে তৈরি বাঙালির প্রিয় ধোকার ডালনাও এই গোত্রেরই পদ। এই ঘরানারই সাক্ষ্য বহন করছে পলান্নের নিরামিষ সংস্করণ খড়া (গোটা) মশলায় তৈরি মটর বা কাঁঠালের তেহরি। স্বাদে-বর্ণে মোতি বিরিয়ানির সমতুল।

কায়স্থ রসনায় মরসুমি ফল ও আনাজপাতির জামাই আদর। গরম কালে করলার মতো অপছন্দের আনাজ দিয়েও মুচমুচে অ্যাপেটাইজার তৈরি হয়। রসালো ঝিঙে, পটল, ঢেঁড়শের সঙ্গে কড়ায় ঢেলে পেঁয়াজ দিয়ে পৌনে ঘণ্টা কষলে তবে সোয়াদ খোলে। শীতে আলু, কপি, গাজর, শালগম দিয়ে সারা রাত ধরে রান্না করা হয় শাবদেগ বা পাঁচমিশেলি তরকারি। এতে কয়েক টুকরো মাংস দিলে আরও স্বাদ বাড়বে। অনেকটা বঙ্গদেশের কাঁটাচচ্চড়ির মতো। বিকেল নামে আঞ্জির পেয়ারার সুগন্ধে। কনকনে রাতে শৌখিন চাদর মুড়ি দিয়ে তাঁরা খান ভরওয়ান অর্থাৎ পুর ঠাসা রান্না। ছোলা-বাদাম-নারকোল কোরা পোরা বেগুন বা আলু-মৌরি-আমচুরে ঠাসা ক্যাপসিকাম। আচারের বয়ামের প্রতি তাঁদের দেখার মতো প্রীতি। আমচুর ডালে ফেলে বা লসুড়ে (জলপাইয়ের মতো) কা আচার, পুদিনার চাটনি দিয়ে চাখেন মিসি রোটি। পর্ক বা ল্যাম-এর হাড় ছাড়িয়ে লেবু-লঙ্কা-রসুন, ভিনিগার-গুড়ে নেড়েচেড়ে আচারি মাংস বানিয়ে তাক লাগিয়ে দেন।

পোচ ও পোর্সেলিন

মোগল প্রভুরা বিদায় নিলে দ্রুত ইংরেজি শিখে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কাজ খুঁজে নেন কায়স্থেরা। ইংরেজদের সংস্পর্শে তাঁরা পোর্সেলিনের কাপ প্লেট ব্যবহার শুরু করেন, টেবল-চেয়ার, কাঁটা-চামচ, ন্যাপকিন, বেড টি, পোচের আদবকায়দা রপ্ত করেন। রান্নায় টম্যাটো পিউরি, মটরশুঁটির কেরামতি শুরু হয়। কিচেনে পোলট্রি পণ্য ঢুকে পড়ে। ইংরেজদের এগ কারিতে ভারতীয় মশলাপাতি ফেলে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে জবরদস্ত ডিম কষার আবির্ভাব হয়। অন্য দিকে, নার্গিসি কোফতায় কিমার স্বাদ বহু গুণ বাড়িয়ে দেয় একটি ডিমসিদ্ধর উপস্থিতি।

দশেরা-দিওয়ালিতে কায়স্থ ঘরে রোশনাই নিয়ে আসে গাজরের হালুয়া, ঘিয়ে রোস্ট করা ড্রাই ফ্রুটস বাক্স। পুজো সাঙ্গ হলে অতিথি-পরিজন মিলে সান্ধ্য মজলিশে থাকবে গাজর-বিটের লাল কাঞ্জি, তেল কাতলা, কাবাব-কালিয়া-পলান্নের সুঘ্রাণ। আর কিঞ্চিৎ রঙিন পেয়ালার ঠুংঠাং। মোগল-ব্রিটিশের যৌথ কৃতিত্বে কায়স্থ খানা-ঘরানা ওই শখটি থেকে পরিত্রাণ পায়নি যে!

আমের অন্য রকম

আমের সময় প্রায় যাই-যাই। যদিও বাঙালি খাওয়ার শেষ পাত কিংবা বিকেলের চুমুকে আমের টুকরো বা শরবতের স্বাদ নিতেই বেশি অভ্যস্ত, সেই পাকা আম দিয়েও কিন্তু মিষ্টি ছাড়াও নানা ধরনের নোনতা স্বাদু পদ বানিয়ে ফেলা যায়। মাছের ভাপায়, কারি হিসেবে, মুখরোচক নাচোসের সঙ্গে, ডিজার্টে ভাপা সন্দেশ কিংবা লস্যির বদলে ম্যাঙ্গো আইসড টি ট্রাই করে দেখুন। রইল রেসিপি।

উপকরণ: আমের রস ১ কাপ, কর্ন ফ্লাওয়ার ১ কাপ, ময়দা ১/২ কাপ, প্যাপরিকা ১ টেবিল চামচ, অরিগ্যানো ২ চা চামচ, নুন স্বাদমতো, বিটনুন ১ চা চামচ। পেঁয়াজ কুচি ১ টেবিল চামচ, হলুদ ও লাল বেল পেপার কুচি ১ টেবিল চামচ করে, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, নুন স্বাদ মতো, চাট মশলা ১ চা চামচ, লাল লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ।

প্রণালী: একটি পাত্রে কর্ন ফ্লাওয়ার, ময়দা, নুন, বিটনুন, অরিগ্যানো ও প্যাপরিকা পাউডার একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার তাতে ৩ চামচ তেল দিয়ে ময়ান দিন। আমের রস ধীরে ধীরে মিশ্রণে ঢেলে ময়দার মতো মেখে নিন। মাঝারি মাপের লেচি কেটে রাখুন। এ বার লেচিগুলি পাতলা রুটির মতো করে বেলে একটা ছুরি দিয়ে নাচোসের মতো ত্রিভুজ আকারে কেটে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে নাচোসগুলি ডুবো তেলে ভেজে তুলে রাখুন। সালসা বানানোর জন্য সব উপকরণের টুকরোর সঙ্গে পাতিলেবুর রস, নুন, চাট মশলা আর লঙ্কা গুঁড়ো মিশিয়ে টস করে নিন। আমের টুকরো দিয়ে সাজিয়ে ভেজে রাখা নাচোসের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ম্যাঙ্গো আইসড টি

উপকরণ: আমের রস ১ কাপ, চা পাতা ৩ চা চামচ, জল ৪ কাপ, চিনি ৪ চা চামচ, লেবুর রস ৩ চা চামচ, পুদিনা পাতা ১৫-২০টি, বরফ কুচি, ম্যাঙ্গো স্লাইস গার্নিশের জন্য

প্রণালী: একটি প্যানে চায়ের লিকার তৈরি করে ছেঁকে নিন। এ বার তাতে প্রথমে আমের রস ও তারপর একে একে চিনি, লেবুর রস আর পুদিনা পাতা মিশিয়ে কাচের কাপ বা গ্লাসে ঢেলে উপরে বরফ এবং ম্যাঙ্গো স্লাইস দিয়ে সাজিয়ে নিন। ব্যস, আপনার রিফ্রেশিং ড্রিঙ্ক তৈরি।

আমের কারি

উপকরণ: কারির জন্য: বেসন ২ টেবিল চামচ, টক দই ২০০ গ্রাম, আমের রস (১ টা গোটা আম), আদা বাটা ১ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা ২টি, নুন স্বাদমতো, হলুদ ১ চা চামচ।

ফোড়নের জন্য: মেথি দানা ১/২ চা চামচ, গোটা সরষে ১/২ চা চামচ, গোটা জিরে ১ চা চামচ, হিং ১/২ চা চামচ, শুকনো লঙ্কা ২টি, কারিপাতা ১০-১২টি।

পকোড়ার জন্য: একটা আমের ঘন রস, বেসন ৩ টেবিল চামচ, নুন ১ চা চামচ।

প্রণালী: একটা মিক্সিতে বেসন, টক দই, আদা আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে বেটে নিন। এ বার কড়াইয়ে সরষের তেল দিয়ে তাতে একে একে সব ফোড়ন দিয়ে মিক্সিতে বেটে রাখা মিশ্রণটা দিয়ে দিন। এর পর নুন আর হলুদ প্রয়োজন মতো দিয়ে মিশ্রণটিকে কম আঁচে ২০ মিনিট ধরে রান্না হতে দিন। ততক্ষণে পকোড়ার জন্য অন্য একটি পাত্রে আমের রস বেসন

দিয়ে মেখে আর একটি কড়াইয়ে তেল গরম করে পকোড়াগুলি ভেজে তুলে রাখুন। কারি নামিয়ে নেওয়ার আগে পকোড়াগুলি কারিতে দিয়ে ২ মিনিট আরও রান্না হতে দিন। নামানোর আগে একটু ঘি গরম করে তাতে ফোড়নের সব উপকরণ দিয়ে সেটা কারির উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিন। ভাতের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন আমের কারি।

আমের ভাপা সন্দেশ

উপকরণ: ভাপা সন্দেশ বানানোর জন্য: ছানা বা পনির ৩০০ গ্রাম, চিনি ৩ টেবিল চামচ, দুধ ৩ টেবিল চামচ, পাকা আমের এসেন্স ১ চা চামচ।

জেলি বানানোর জন্য: পাকা আমের রস (২টি আম), চিনি ৫ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ চা চামচ।

প্রণালী: একটা মিক্সিতে ছানা বা পনির, চিনি, পরিমাণ মতো দুধ আর পাকা আমের এসেন্স দিয়ে মিহি পেস্ট তৈরি করুন। এর পর একটা স্টিলের টিফিন বাক্সের ভিতরের চার ধারে ঘি মাখিয়ে রাখুন। গ্যাসে একটা কড়াই বসিয়ে মাঝারি আঁচে ১ কাপ জল গরম করুন। এর পর কড়াইয়ে একটা গ্রিল স্ট্যান্ড বসিয়ে তার উপরে টিফিন বাক্সটা রেখে তাতে ছানা বা পনিরের বানানো মিশ্রণটি ঢেলে টিফিন বক্সের ঢাকনা ভাল করে বন্ধ করে দিন। কড়াইয়ের ঢাকনা চাপা দিয়ে কম আঁচে ৩০ মিনিট ভাপিয়ে নিতে হবে। ৩০ মিনিট পরে গ্যাস বন্ধ করে টিফিন বক্স নামিয়ে নিন। একটু ঠান্ডা হতে দিন। তারপর সন্দেশ বাক্স থেকে বার করে নিজের ইচ্ছেমতো আকারে কেটে নিন। অন্য একটি কড়াইয়ে পাকা আমের রস, পরিমাণ মতো চিনি ও লেবুর রস দিয়ে মাঝারি আঁচে সমানে নাড়তে থাকুন। যতক্ষণ না মিশ্রণটি ঘন হয়ে কড়াই ছাড়তে আরম্ভ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত নেড়ে যেতে হবে। মিশ্রণটি জেলির মতো চিটচিটে হতে শুরু করলে গ্যাস বন্ধ করে একটা পাত্রে নামিয়ে রাখুন। এ বার টিফিন বাক্সে ভাপিয়ে তৈরি সন্দেশের উপরে জেলি ভাল করে মাখিয়ে পরিবেশন করুন।

পাকা আম দিয়ে মাছের ভাপা

উপকরণ: রুই বা কাতলা মাছ ৩০০ গ্রাম, পাকা আমের রস ৪ টেবিল চামচ, নারকেল কোরা ৩ টেবিল চামচ, সরষে বাটা দেড় টেবিল চামচ, গোটা কাঁচালঙ্কা ২-৩টি, সরষের তেল ১ টেবিল চামচ, নুন স্বাদ মতো, হলুদ ১/২ চা চামচ।

প্রণালী: প্রথমে মাছ নুন ও হলুদ দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখুন। এর পর মিক্সিতে নারকেল কোরা, আম, সরষে বাটা, কাঁচালঙ্কা এবং নুন দিয়ে পেস্ট বানিয়ে রাখতে হবে। এ বার একটা স্টিলের টিফিন বাক্সে নুন-হলুদ মাখানো মাছগুলো দিয়ে মশলার সঙ্গে খুব ভাল করে মাখিয়ে নিতে হবে। তারপর উপর থেকে সামান্য সরষের তেল এবং কাঁচা লঙ্কা চিরে ছড়িয়ে টিফিন কৌটোর মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। একটা কড়াইয়ে দু'কাপ জল গরম করে তার উপরে টিফিন বাক্স বসিয়ে কড়াইয়ের মুখ ঢাকনা দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিতে হবে। ৩০ মিনিট গ্যাসে মাঝারি থেকে কম আঁচে ভাপানোর পরে গ্যাস বন্ধ করে ঢাকনা খুলুন। ভাতের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন পাকা আম দিয়ে ভাপা মাছ।

স্বল্প তেলে স্বাদু রান্না

কম তেলে রান্না করতে গেলে অনেকেই ঝেঁকেন বিদেশি রান্নার দিকে। কিন্তু বাঙালি রান্না কম তেলে রাঁধার উপায়ও আছে। এমন মাছ বা মাংস কিনতে হবে, যাতে ফ্যাটের পরিমাণ কম। চর্বিওয়ালা মাংস বা তেলওয়ালা কাতলা মাছের পরিবর্তে লিন মিট ও ছোট মাছ কিনতে পারেন। নের মাছে মোটা তেল থাকে না। কেনার সময়েই ফ্যাট বর্জন সম্ভব।

কুমড়ো, বেগুন, ওল, শিম... সব আনাজই সিদ্ধ করে তেল, নুন ছড়িয়ে খাওয়া যায়। এতে তেলের গুণ বজায় থাকে। তাই যেটুকু ফ্যাট গ্রহণ করছেন, তার উপকার থেকে বঞ্চিত হবেন না। বেশি আঁচে তেলে ভাজা হলে ফ্যাটের গুণ নষ্ট হয়।

সিদ্ধ আনাজ খেতে না চাইলে রেঁধেও খেতে পারেন। তবে আনাজ ভেজে মশলা দিয়ে কষিয়ে রান্না নয়। সব আনাজ একসঙ্গে সিদ্ধ করে ফোড়ন দিতে পারেন। মাছ খেলে স্টিমড বা স্মোকড ফিশ খেতে পারেন। বাঙালি রান্নায় তো ভাপা আছেই। ইলিশ ভাপা, ভেটকি ভাপাও বেশ সুস্বাদু। ঢিমে আঁচে ঢাকা দিয়ে ভাপিয়ে রাঁধলে তেলের ব্যবহার কম হয়।দ্র

মাংস রান্নায় ম্যারিনেশনে সময় দিতে হবে। টক দই আর মশলা দিয়ে চিকেনও ভাপিয়ে রাঁধা যায়। বিদেশি হার্বসও ব্যবহার করতে পারেন। এতে মাংসের স্বাদও খুলবে।

কিন্তু বেগুন ভাজা, আলু ভাজা, কচুরি, পরোটা? ডুবো তেলে ভেজে নিয়ে টিসুতে তেল ঝরিয়ে খান। অনেকেই তেল কম খাবেন বলে অল্প তেল দিয়ে ভাজেন। এতে হিতে বিপরীত হয়। তেল কম দিয়ে ভাজতে গেলে পুরো তেলটাই সেই খাবার (পরোটা, বেগুন) টেনে নেয়। তাই তেলে ভাজা খেতে হলে এক-দু'দিন খেতেই পারেন ঠিক পদ্ধতিতে। বাকি দিনগুলিতে বরং কম তেলের রান্নায় সেই অতিরিক্ত ফ্যাট ঝরিয়ে নিতে হবে। তবেই ব্যালান্স বজায় থাকবে।

ইলিশ রকমারি

সর্ষে নুন তেজপাতা গোলমরিচ লেমন সস কুচনো ডিল পাতা কাঁচা লঙ্কা বাটা পরিমাণ মতো ক্রিম রান্না শুরু আগে ম্যারিনেটের পালা। প্রথমে ইলিশের ফিলে সর্ষে, নুন, তেজপাতা, গোলমরিচ, অল্প হোয়াইট ওয়াইন, লেমন সস, কুচনো ডিল পাতা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, অল্প ক্রিম দিয়ে এক ঘণ্টা ম্যারিনেটে করতে হবে। এর পর আভেনে ২৫০ডিগ্রি তাপমাত্রায় মিশ্রণটি ২০ মিনিট রেখে বের করে নিন। আগেই মাছের কাঁটা আর মাছের টুকরো দিয়ে স্টক বানিয়ে রাখুন। তাতে মিশিয়ে নিন সামান্য কাঁচা লঙ্কা, ডিল পাতা আর ক্রিম। ব্যাস, ইলিশের স্পেশাল এই পদটি তৈরি। শুধু ওপরে সস দিয়ে গরম মাখন ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করার অপেক্ষা।

এ বার বাড়ির হেঁশেলেই বানিয়ে ফেলুন ছানার কোফতা কালিয়া

প্রথমে একটি পাত্রে ছানা নিয়ে তাতে এক এক করে আদা বাটা, কাঁচালঙ্কা বাটা, নুন, চিনি, ময়দা আর ১ চামচ ঘি মিশিয়ে ভাল করে মেখে একটা মণ্ড তৈরি করে নিন। এবার সেই মণ্ড থেকে ছোট ছোট গোল্লা বানিয়ে হাতের তালুতে রেখে কোফতার আকারে গড়ে নিন। এবার কোফতাগুলি ফ্রিজে রেখে দিন ১৫ থেকে ২০ মিনিটের জন্য। এ বার একটি মিক্সারে কাজু, চারমগজ আর টক দই দিয়ে একটা ফাইন পেস্ট বানিয়ে রাখুন। ননস্টিক প্যানে তেল ও ঘি মিশিয়ে গরম করে নিন। এবার ফ্রিজ থেকে কোফতাগুলি বার করে শ্যালো ফ্রাই করে নিন। আবার কড়াইতে আবার খানিকটা তেল গরম করে দারুচিনি,ছোট এলাচ,লবঙ্গ,গোটা জিরে, তেজপাতা একসঙ্গে ফোড়ন দিন। হালকা নাড়াচাড়া করে আদা বাটা ও টোম্যাটো বাটা যোগ করুন। আদার কাঁচা গন্ধ চলে গেলে সমস্ত গুঁড়ো মশলা গিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে আগে থেকে বানিয়ে রাখা কাজু-চারমগজ-দই এর পেস্টটি দিয়ে আরও মিনিট দু''য়েক কষিয়ে নিন। এ বার সামান্য জল দিয়ে মশলার সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিন। গ্রেভি হালকা ফুটে এলে ভেজে রাখা কোফতাগুলি যোগ করুন। কিছুক্ষণ ঢেকে রাখুন। এ বার ঢাকা খুলে এক চামচ ঘি আর গরম মশলা দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে দারুণ জমবে ছানার কোফতা কালিয়ার এই রেসিপি! কলাপাতায় মোড়ানো ছানার পাতুরি, পাতুরি পাতে তুলতে বাঙালির জুড়ি নেই। তবে পাতুড়ি মানেই কেবল ভেটকি বা চিংড়িতে আটকে থাকা নয় কিন্তু। বরং ছানা দিয়েও বাঙালির প্রিয় পাতুরি বানানো যায়। নিরামিষ পাত এমন পাতুরির জাদুতেই হয়ে উঠতে পারে লোভনীয়। ছানার এমনিতেই পুষ্টিগুণ অনেক। হাড়ের ক্ষয় রোধে ও শরীরে ক্যালশিয়াম পৌঁছতে ছানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সহজলভ্য উপাদান ও কম সময়সাপেক্ষ এই পদ দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন ছানার পাতুরি। অনেক সময় দেখা যায়, বাড়ির খুদে সদস্যটি মোটে ছানা খেতে চায় না। কিন্তু এই পদের স্বাদের হাত ধরে তার পেটেও পড়বে প্রয়োজনীয় পুষ্টি। অতিথি আপ্যায়ণ হোক বা বাড়ির সদস্যদের খানিক মুখবদল, ছানার এই পাতুরি দিয়েই সাজাতে পারেন ভূরিভোজের পাত। রইল রেসিপির সন্ধান।

পদ্ধতি: ছানা থেকে জল ঝরিয়ে সেগুলোকে হাতের তালুর সাহায্যে চ্যাপ্টা করে গড়ে নিন। এ বার সাদা সর্ষে, কালো সর্ষে, পোস্ত, কাঁচালঙ্কা একসঙ্গে বেটে নিন। এতেই পাতুরির গায়ের মশলার প্রাথমিক ভাগটুকু তৈরি হয়ে গেল। এ বার এর মধ্যে চিনি, নুন ও তেল ভাল করে মিশিয়ে নিন। ছানার টুকরোর গায়ে এই মিশ্রণ ভাল করে মাখিয়ে খানিক ক্ষণ রাখুন। এ বার কলাপাতাগুলোকে মাঝারি আকারে কেটে ভাল করে ধুয়ে এর মাঝে পুর মাখানো ছানার টুকরোগুলো রাখুন। ভাল করে চারপাশ মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে দিন। এই অবস্থায় স্টিমিং করার পাত্রে বসিয়ে পাতুরিকে স্টিম করতে পারেন। বাড়িতে ভাপানোর তেমন আয়োজন না থাকলে একটি ধার উঁচু পাত্রে জল ভরে আঁচ বাড়িয়ে তাকে ফুটতে দিন। এ বার সেই ফুটন্ত জলে কলাপাতায় মোড়ানো পাতুরি ভরা টিফিন কৌটো ভাসিয়ে দিন। জল ফোটার সঙ্গে ভিতরের পাতুরিও সুন্দর ভাপিয়ে নেওয়া যাবে এই সহজ পদ্ধতিতে। মিনিট পাঁচেক ভাপানোর পর টিফিন কৌটো খুলে দেখুন পুর ভাল করে মজেছে কি না। প্রয়োজনে আরো খানিক ক্ষণ ভাপিয়ে নামিয়ে নিন। পরিবেশের আগে চেরা কাঁচালঙ্কা ও সর্ষের তেল ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

"রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে উন্নয়ন হবে, সোনার বাংলা তৈরি হবে,"পূর্বস্থলীর জনসভায় অমিত শাহ

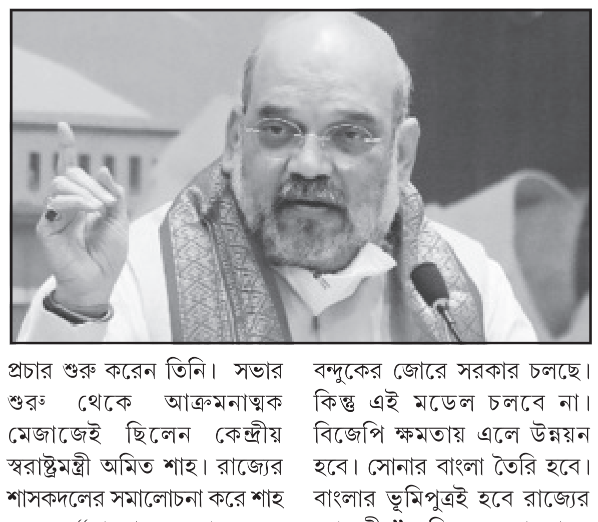

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে বোমা, বন্দুক আর বারুদ-র মডেলের পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গে আসবে বিশ্বাস, বিকাশ এবং ব্যপার (ব্যবসা)। ইতিমধ্যে প্রথম পঞ্চম দফার নির্বাচনে ১২২ টা আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। রবিবার উত্তর পূর্বস্থলীর জামালপুর ময়দান থেকে এমনই আশার কথা শোনালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর কথায়, "বাংলায় পাঁচ দফা নির্বাচন হয়েছে। এর মধ্যেই ১২২ আসনে জয় নিশ্চিত করে ফেলেছে বিজেপি। "
রাজ্যের পাঁচ দফা নির্বাচন শেষ। এখনও বাকি তিন দফা ভোট। ষষ্ঠ দফা নির্বাচনের আগে এদিন ফের প্রচার শুরু করেন তিনি। সভার শুরু থেকে আক্রমনাত্মক মেজাজেই ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্যের শাসকদলের সমালোচনা করে শাহ বলেন, "বাংলার সরকার নতুন মডেল চালু করেছে। বোমা, গুলি, বন্দুকের জোরে সরকার চলছে। কিন্তু এই মডেল চলবে না। বিজেপি ক্ষমতায় এলে উন্নয়ন হবে। সোনার বাংলা তৈরি হবে। বাংলার ভূমিপুত্রই হবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।" এদিনের সভা থেকে নন্দীগ্রাম বিধানসভার ভোটের ফলাফল নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করলেন শাহ। পূর্বস্থলীর সভামঞ্চ থেকে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা বলেন, "নন্দীগ্রামে মমতা দিদির হার নিশ্চিত। ওখান থেকে শুভেন্দু অধিকারীর জয় নিশ্চিত।" তাঁর কথায়, "যত বড় নেতা তাঁর বিদায় যেন তত জোরদার হয়। তাই দিদির হারের ব্যবধানও যেন অনেক বেশি হয়।" রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পায়ের চোট নিয়েও কটাক্ষ করেন শাহ। বলেন, "২ মে-র আগে দিদির পায়ের চোট ঠিক হতে হবে। তবেই দিদি পায়ে হেঁটে ইস্তফা দিতে যেতে পারেন।" পাঁচ দফা নির্বাচনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাবড়ে গিয়েছেন বলে দাবি শাহের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, "পাঁচ দফা নির্বাচনের পরই মমতা দিদির গলার সুর বদলে গিয়েছে।"
বিভিন্ন সময় দেখা তৃণমূল নেত্রী বহিরাগত ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বেঁধেন। এদিন সে কথাও তুলে অমিত শাহ বলেন, দিদি কথায় কথায় আমাদের বহিরাগত বলেন। কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কীভাবে বহিরাগত হয়? তাঁদের কি রাজ্যের মানুষের সঙ্গে কথা বলার অধিকার নেই।" এদিনের সভা থেকেও তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে ভোটব্যাংকের রাজনীতি নিয়ে মমতার বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর ফোন অবৈধভাবে ট্যাপ করার অভিযোগে মামলা দায়ের লকেট চট্টোপাধ্যায় ও অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোন অবৈধভাবে ট্যাপ করার অভিযোগে বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় এবং দলের আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে দায়ের হল মামলা। রবিবার কালীঘাট থানায় গিয়ে মামলা দায়ের করেছেন কসবার এক মহিলা তৃণমূল কর্মী। দুই বিজেপি নেতা সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রীর সেই অডিও ক্লিপ প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধেই মূলত অভিযোগ জানিয়েছেন ওই তৃণমূল কর্মী। তাঁর অভিযোগ, অমিত মালব্য এবং লকেট চট্টোপাধ্যায় অবৈধভাবে মমতার ফোন ট্যাপ করেছেন। মহিলার অভিযোগ পেয়ে লকেট এবং অমিতের বিরুদ্ধে টেলিগ্রাফ আইন এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করেছে কালীঘাট থানার পুলিশ। শীঘ্রই শুরু হবে তদন্ত।
প্রসঙ্গত, শুক্রবার বিজেপি আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য এবং হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় এক সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অডিও ক্লিপ প্রকাশ করেন। যাতে শীতলকুচির তৃণমূল প্রার্থী পার্থপ্রতিম রায়ের সঙ্গে কথা বলতে শোনা যায় মমতাকে। ক্লিপটি প্রকাশ করে গেরুয়া শিবিরের নেতারা দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করছেন। শীতলকুচির ঘটনাকে হাতিয়ার করে রাজ্যের ভোটে ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা করারও অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। তারপর থেকে এই ক্লিপটিকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি।

শহরের রাস্তায় নাকা চেকিং কলকাতা পুলিশের

কলকাতা,১৮ এপ্রিল (হি স): একদিকে ভোট আবহ তারই মাঝে আবার করোনা। দুয়ে মিলিয়ে নাজেহাল আমজনতা। এই পরিস্থিতিতে শহরবাসীর সেবায় রত কলকাতা পুলিশ। রবিবার শহরের রাস্তায় নাকা চেকিং কলকাতা পুলিশের তরফে। যত সময় বাড়ছে ততোই বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। পুরনো বছর শেষ হয়ে নতুন বছর শুরু হয়ে গেলেও শহর জুড়ে এখনও বর্তমান করোনা রাজ। করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহরবাসী। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি করোনা ছাড় দিচ্ছে না পুলিশদেরও। ইতিমধ্যেই একাধিক পুলিশকর্মীর দেহে দানা বেঁধেছে করোনা। গতবছর মার্চ মাস থেকে শহরে জাঁকিয়ে বসেছে করোনা। কিন্তু শহর থেকে যাওয়ার নাম করোনার। তবে সংক্রমণ এড়াতে চিকিৎসকরা বারবারই বলছেন মাস্ক পড়তে, জীবাণুমুক্ত করতে। পাশাপশি ভোট আবহে কোনও রকম খারাপ পরিস্থিতি এড়াতে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় কলকাতা পুলিশের তরফে করা হচ্ছে নাকা চেকিং।

সিপিএম কর্মীর দোকানে অগ্নিকান্ডে জড়িত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : যাদবপুরে ভোটের দিন সিপিএম-এর এক কর্মীর দোকানে অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদ ও দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে রবিবার সার্ভে পার্ক থানার সামনে সিপিএম সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখায়।
গত ১০ এপ্রিল ছিল যাদবপুরের ভোট। সার্ভে পার্ক অঞ্চলের ভোট কেন্দ্র ছিল কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে। স্থানীয় সিপিএম কর্মী ধ্রুব দাসের অভিযোগ, ভোটের কয়েকদিন আগে থেকেই এজেন্ট হয়ে বুথে না বসার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। সমস্ত চাপ উপেক্ষা করে জোট প্রার্থী ড, সুজন চক্রবর্তীর পোলিং এজেন্ট হয়ে বসা এবং ছাপ্পা ভোট দিতে বাধা দেওয়া মানে তো দ্বিগুন অপরাধ। শাস্তি হিসাবে ফুটপাথের ধারে গোপাল দে-র একটি দোকানটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়।
আগুন লাগার ফলে পাশের দোকানটিও পুড়ে যায়। সকালেই খবরটা চাউর হওয়ার পর হয় পথ অবরোধ। থানায় গিয়ে অভিযোগ এবং সন্ধ্যায় প্রতিবাদ সভা হয় সিপিএম-এর। অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি ওঠে। স্থানীয় এক সিপিএম নেতার অভিযোগ, জোড়া ব্রীজের মুখেই লাগানো আছে সিসি ক্যামেরা। অথচ স্থানীয় প্রশাসন কিছুতেই ওই ফুটেজ দেখে অপরাধীকে শনাক্ত করতে নারাজ। বোঝা যায়, কোথাও একটা বাধা আছে। গোপালের এই পুড়ে যাওয়া দোকানটি নতুন করে সেখানেই তৈরি হচ্ছে। দোকানের সামনে ফ্লেক্সে প্রচারে এব্যাপারে তৃণমূলকে দায়ী করা হয়েছে।
তৃণমূলের স্থানীয় শাখা সভাপতি শিবশঙ্কর বেরা (মাস্টারদা) 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "কেউ দোকানটায় আগুন লাগায়নি। খামোকা এটা নিয়ে ওরা রাজনীতির চেষ্টা করছে। গোপাল ২০১১ সালে আমাকে ধাক্কা দিয়েছিল।
আমরা ওর কিছু করতে চাইলে তখনই করতে পারতাম। মানবিকতার কারণে রাস্তার ধারে দখল করা জমির ওপর দোকান ভেঙে দিইনি। ওই রাতে প্রথমে আমাদের এক সমর্থকের একটি দোকানে আগুন লাগে। রাস্তার বিপরীতে সার্ভে পার্ক কমিটির অফিস থেকে নেওয়া বিদ্যুতের একটি সংযোগের তার হঠাৎ খুলে যাওয়ায় ওই ঘটনা হয়। সেই আগুন পাশে গোপালের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে।"
এজেন্ট হয়ে বুথে না বসার জন্য কারা চাপ দিচ্ছিল? নাশকতার জন্য কাদের সন্দেহ করা হচ্ছে? এই প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর ধ্রুব দাস দেননি। তাঁর পাল্টা বক্তব্য, "অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে অভিযুক্ত করা যায় না। আমরা তা করছিও না। ক্যামেরার ফুটেজ দেখেই তো এটা ধরা সম্ভব। যেটা প্রশাসন সম্পূর্ন উপেক্ষা করছে। ছাপ্পা ভোট দিতে বাধা দিচ্ছিল গোপাল।"
সার্ভে পার্ক থানার ওসি তীর্থঙ্কর দে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, 'বৈদ্যুতিক গন্ডগোলে ওই ঘটনা হয়।" ফুটেজ দেখে অপরাধীকে শনাক্ত না করার অভিযোগ ভিত্তিহীন।

সিপিএম কর্মীর দোকানে অগ্নিকান্ডে জড়িত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : যাদবপুরে ভোটের দিন সিপিএম-এর এক কর্মীর দোকানে অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদ ও দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে রবিবার সার্ভেপার্ক থানার সামনে সিপিএম সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখায়। গত ১০ এপ্রিল ছিল যাদবপুরের ভোট। সার্ভে পার্ক অঞ্চলের ভোট কেন্দ্র ছিল কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে। স্থানীয় সিপিএম কর্মী ধ্রুব দাসের অভিযোগ, ভোটের কয়েকদিন আগে থেকেই এজেন্ট হয়ে বুথে না বসার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। সমস্ত চাপ উপেক্ষা করে জোট প্রার্থী ড, সুজন চক্রবর্তীর পোলিং এজেন্ট হয়ে বসা এবং ছাপ্পা ভোট দিতে বাধা দেওয়া মানে তো দ্বিগুন অপরাধ। শাস্তি হিসাবে ফুটপাথের ধারে গোপাল দে-র একটি দোকানটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়।
আগুন লাগার ফলে পাশের দোকানটিও পুড়ে যায়। সকালেই খবরটা চাউর হওয়ার পর হয় পথ অবরোধ। থানায় গিয়ে অভিযোগ এবং সন্ধ্যায় প্রতিবাদ সভা হয় সিপিএম-এর। অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি ওঠে। স্থানীয় এক সিপিএম নেতার অভিযোগ, জোড়া ব্রীজের মুখেই লাগানো আছে সিসি ক্যামেরা। অথচ স্থানীয় প্রশাসন কিছুতেই ওই ফুটেজ দেখে অপরাধীকে শনাক্ত করতে নারাজ। বোঝা যায়, কোথাও একটা বাধা আছে। গোপালের এই পুড়ে যাওয়া দোকানটি নতুন করে সেখানেই তৈরি হচ্ছে। দোকানের সামনে ফ্লেক্সে প্রচারে এব্যাপারে তৃণমূলকে দায়ী করা হয়েছে। তৃণমূলের স্থানীয় শাখা সভাপতি শিবশঙ্কর বেরা (মাস্টারদা) 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "কেউ দোকানটায় আগুন লাগায়নি। খামোকা এটা নিয়ে ওরা রাজনীতির চেষ্টা করছে। গোপাল ২০১১ সালে আমাকে ধাক্কা দিয়েছিল। আমরা ওর কিছু করতে চাইলে তখনই করতে পারতাম। মানবিকতার কারণে রাস্তার ধারে দখল করা জমির ওপর দোকান ভেঙে দিইনি। ওই রাতে প্রথমে আমাদের এক সমর্থকের একটি দোকানে আগুন লাগে। রাস্তার বিপরীতে সার্ভে পার্ক কমিটির অফিস থেকে নেওয়া বিদ্যুতের একটি সংযোগের তার হঠাৎ খুলে যাওয়ায় ওই ঘটনা হয়। সেই আগুন পাশে গোপালের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে।" এজেন্ট হয়ে বুথে না বসার জন্য কারা চাপ দিচ্ছিল? নাশকতার জন্য কাদের সন্দেহ করা হচ্ছে? এই প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর ধ্রুব দাস দেননি। তাঁর পাল্টা বক্তব্য, "অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে অভিযুক্ত করা যায় না। আমরা তা করছিও না। ক্যামেরার ফুটেজ দেখেই তো এটা ধরা সম্ভব। যেটা প্রশাসন সম্পূর্ন উপেক্ষা করছে। ছাপ্পা ভোট দিতে বাধা দিচ্ছিল গোপাল।" সার্ভে পার্ক থানার ওসি তীর্থঙ্কর দে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, 'বৈদ্যুতিক গন্ডগোলে ওই ঘটনা হয়।" ফুটেজ দেখে অপরাধীকে শনাক্ত না করার অভিযোগ ভিত্তিহীন।

ঢাকুরিয়া থেকে রোড শো মমতার

কলকাতা,১৮ এপ্রিল (হি স): ইতিমধ্যেই পঞ্চম দফার ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। এরই মাঝে নজরে ষষ্ঠ দফার ভোট। আর তারই আগে রবিবার ছুটির বেলায় পথে মমতা। এদিন ঢাকুরিয়া থেকে রোড করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকালই পঞ্চম দফার ভোট গ্রহণ পর্ব ছিল। রাজ্য বিধানসভার পঞ্চম দফার নির্বাচনে ৬ জেলায় ৪৫ কেন্দ্রের ভোট গ্রহন হয়। তারমধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ১৬টি আসন, নদিয়া জেলার ৮টি আসন, পূর্ব বর্ধমান জেলার ৮টি আসন,দার্জিলিং জেলার সব আসন, কালিম্পং জেলার ১টি আসন জলপাইগুড়ি জেলার সব আসনে ভোট গ্রহন হয়। আর তারপরেই রবিবার ঢাকুরিয়া থেকে রোড শো শুরু করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রোড শো শেষ হবে কালীঘাটে।

জয়নগরে শ্বশুর-শাশুড়িকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে গ্রেফতার জামাই

জয়নগর, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন স্ত্রী। স্বামী চেয়েছিলেন স্ত্রীকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল শ্বশুর-শাশুড়ি। সেই রাগে ঘুমন্ত শ্বশুর শাশুড়িকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল জামাইয়ের বিরুদ্ধে। শনিবার গভীর রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের ঢোসা গ্রামপঞ্চায়েতের মানিকনগর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে মৃতরা হলেন সুবল সরদার(৬২) ও কাজল সরদার(৫৫)। এই ঘটনায় অভিযুক্ত রামকৃষ্ণ মালিকে(৪৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ৯ বছর আগে শ্রীকৃষ্ণনগরের বাসিন্দা রামকৃষ্ণ মালির সঙ্গে মানিকনগরের বাসিন্দা কৃষ্ণার বিয়ে হয়েছিল। দম্পতির ৮ বছরের একটি কন্যা সন্তান আছে। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই কৃষ্ণার উপর অত্যাচার চালাত স্বামী ও শ্বশুর বাড়ি লোকজন। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেন কৃষ্ণা। পরে মেয়েকে নিয়ে মানিকনগরে বাপের বাড়িতে চলে আসেন তিনি। এরপর একাধিকবার স্ত্রীকে বুঝিয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল স্বামী। কিন্তু ফের অত্যাচার শুরু হয় বলে অভিযোগ। আবারও বাপের বাড়িতে ফিরে আসেন কৃষ্ণা। কিন্তু স্বামী ফের তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। কিন্তু রাজি হন নি কৃষ্ণার বাবা মা। সেই রাগেই শনিবার রাত ১টা নাগাদ ঘুমন্ত শ্বশুর শাশুড়ির ঘরে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায় জামাই রামকৃষ্ণ। তাঁদের চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্যরা ছুটে এসে দেখেন আগুনে জ্বলছেন তাঁরা। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিভিয়ে অগ্নিদগ্ধ সুবল সরদার ও কাজল সরদারকে উদ্ধার করে বারুইপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও দুজনকেই কলকাতায় রেফার করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সুবলকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও স্ত্রী কাজলকে ভর্তি করা হয় নীলরতন হাসপাতালে। তবে রবিবার সকালে দুজনেরই মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় মৃতের ছেলে ধ্রুবচাঁদ সরদার জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই জামাই রামকৃষ্ণ মালিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে জেরার সময় নিজের দোষ কবুল করে অভিযোগ। ধৃতের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। সোমবার ধৃতকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

চিকিৎসকদের পরামর্শে আরও সাত দিন রাখতে হচ্ছে প্লাস্টার, জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষ্ণনগর, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : "চিকিৎসকদের অনুরোধ করলেও রাজি হননি, তাই এখনও প্লাস্টার নিয়েই নির্বাচনী প্রচার করতে হচ্ছে।" রবিবার এমনটাই জানালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
গত ১০ মার্চ নন্দীগ্রামে বাঁ পায়ে চোট পান। কলকাতায় ফিরলে তাঁর পায়ে প্লাস্টার হয়। তার পর থেকে প্লাস্টার নিয়েই একের পর এক প্রচারসভা করে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। আরও সাতদিন এভাবেই প্লাস্টার নিয়েই নির্বাচনী প্রচার করতে হবে বলে জানালেন তৃণমূল নেত্রী। রবিবার নদীয়ার কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গতকাল (শনিবার) চিকিৎসকদের অনুরোধ করেছিলাম, এবার প্লাস্টারটা কেটে দিন। একটু কষ্ট হবে কিন্তু তাও চালিয়ে নেবে।কিন্তু চিকিৎসকরা রাজি হননি। আরও ৭ দিন রাখতে বললেন।" তাই মনে করা হচ্ছে, সপ্তম দফার আশপাশেই হতো মঞ্চে আবার চেনা ছন্দে দেখা যাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

রেললাইনের ধারে অজ্ঞাত যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

বেগুসরাই, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : রবিবারসকালে বরৌনী-কাটিহার রেলওয়ে শাখার তিলরথ স্টেশনের কাছে রেললাইনের ধারে এক অজ্ঞাত যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করল রেল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের আনুমানিক বয়স ৩৮ বছর। তবে এখনও পর্যন্ত মৃতের নাম পরিচয় জানা যায়নি। বেগুসারাই রেল পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে মৃতদেহ পড়ে থাকার খবর পাওয়ার পর পুলিশ ১৭০/৪১ এবং ১৭০/৪২ রেল পোস্টের মাঝখানে রেললাইনের ধারে এই মৃতদেহ উদ্ধার করে। রেল পুলিশের আশঙ্কা, ওই যুবক কোন চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েছিল এবং গুরুতর জখম হওয়ার ফলে তার মৃত্যু হয়েছে। তবুও পুলিশ দুর্ঘটনাসহ আনুষঙ্গিক সমস্ত দিক খতিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

কালী মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য, তালা ভেঙে সোনা-চাঁদির গহনা লোপাট

বালুরঘাট, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : বালুরঘাট শহরের কালী মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। স্থানীয় জেলা হাসপাতাল মোড় এলাকার ঘটনাটি ঘটে।
শনিবার রাতে হাসপাতাল মোড়ে অবস্থিত সৎকার সমিতির কালী মন্দিরের অফিস ঘরের ঢুকে চোরেরা সোনা চাঁদির গহনা ও অন্যান্য সামগ্রী চুরি করে পালিয়ে যায়।
রবিবার সকালে মন্দির কমিটির সদস্যরা তালা ভাঙা অবস্থায় অফিস ঘরের দরজা ও ভেতরের আলমারি ফাঁকা দেখেন। চুরির ঘটনা চাউড় হতেই এলাকায় চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য বেশ কয়েকদিনে বালুরঘাটের একাধিক জায়গায় সাইকেল সহ চুরির নানান ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত বাসিন্দারা। অভিযোগ কিছুদিন আগে স্থানীয় যোগমায়া এলাকায় সাইকেল চুরির ঘটনায় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ থানায় জমা দিলেও চোরকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সূত্রে জানা গিয়েছে বালুরঘাট সৎকার সমিতির মন্দিরের পাশেই অবস্থিত অফিস ঘরের স্টিল আলমারিতে প্রতিমার সোনা চাঁদির গহনা ও অন্যান্য সামগ্রী রাখা ছিল। এদিন সকালে নজরে আসে যে রাতে চোরেরা দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। ভারী কিছু দিয়ে স্টিলের আলমারি ভেঙে ভেতরে রাখা গহনা ও পূজোর কাঁসা পিতলের বাসনপত্র সমস্ত কিছু চুরি গেছে।
বালুরঘাট থানার আইসি অরিন্দম মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, হাসপাতাল মোড়ের একটি কালী মন্দির কমিটির অফিস থেকে বেশ কিছু সামগ্রী চুরির অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। চুরি যাওয়া সামগ্রীর মধ্যে সোনা ও চাঁদির গহনাও রয়েছে। খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রবিবার আগরতলায় সিটু্য এবং বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনের যৌথ উদ্যোগ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

এক সিঅ্যান্ডএফ কর্মীর মৃত্যুতে বন্ধ রবিবার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত বাণিজ্য

চ্যাংরাবান্ধা, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : রবিবার বন্ধ কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত বানিজ্য। এক সিঅ্যান্ডএফ কর্মীর মৃত্যুতে রবিবার বন্ধ থাকল চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ এবং ভুটান-বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্য।জানা গেছে, শনিবার রাতে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন রবি আলে (৪৯) নামে সিঅ্যান্ডএফ-এর কর্মী। এরপর তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এদিকে, তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই সীমান্ত বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকা বিভিন্ন মানুষ এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই রবিবার বন্ধ রাখা হল চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত বানিজ্য।এবিষয়ে চ্যাংরাবান্ধা কাস্টমস ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহ সম্পাদক গোপাল সাহা বলেন, 'রবিবাবু দীর্ঘদিন ধরেই বৈদেশিক বাণিজ্যের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যও ছিলেন। তাঁর হঠাৎ মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই রবিবার বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

শহরবাসী

● প্রথম পাতার পর

করার চেষ্টা করলে পরিবারের লোকজন টের পান। ঘুম থেকে উঠে তারা তাকে আটক করতে সক্ষম হন। চিৎকার শুনে এলাকাবাসী ছুটে এসে তাকে গণপ্রহার করে। গণপ্রহারে সে আহত হয়। কাকে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে জিজ্ঞাসাবাদে তার কাছ থেকে আরও কয়েকজনের নাম ধাম জানা গেছে। তবে তার নাম ঠিকানা এখনো জানা যায়নি। সে বাংলাদেশী বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

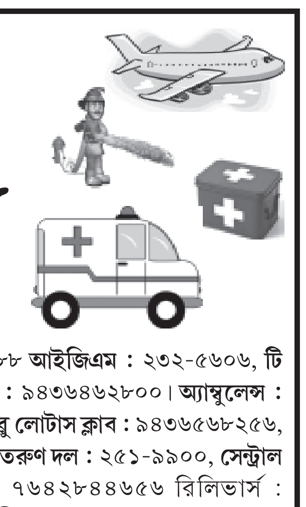

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কিশনগঞ্জে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৯৪ জন

কিশনগঞ্জ, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : সারা রাজ্যের পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুরের কিশনগঞ্জেও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা। রবিবার কিশনগঞ্জে নতুন ৯৪ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর সন্ধান মিলেছে। অন্যদিকে, মহিষবাথনার কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ৪০ জন করোনামুক্ত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন বেলা ১০টা পর্যন্ত কিশনগঞ্জে ৩৬৯ জন করোনা আক্রান্ত আছে বলে সিভিল সার্জন ডাঃ নন্দন চৌধুরী জানান।

তিনি আরও বলেন, 'কিশনগঞ্জ ব্লক ও শহরে ৭২ জন, বাহাদুরগঞ্জে ৪ জন, ঠাকুরগঞ্জে ৫ জন ও পুঠিয়ায় ১ জন রোগী আছেন। এছাড়া বিভিন্ন জেলার ১২ জন আক্রান্ত রয়েছে। এদিনের নতুন আক্রান্তদের মহিষবাথনা কোভিড কেয়ার সেন্টার ও বিভিন্ন স্থানে হোম আইসোলেশনে স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসক ও কর্মীদের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে।'

জেলাশাসক ডাঃ আদিত্য প্রকাশের নির্দেশে কিশনগঞ্জ পুরসভার ২৪টি মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোনের ঘিরে দেওয়ার জন্যে বাঁশ, রশি, পোস্টার, সানিটাইজারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলাশাসক জানান, এই মুহূর্তে ৩০টি মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোন আছে। কন্টেনমেন্ট জোনের সংক্রমিত ব্যক্তির বাড়ির আশেপাশের ১০-২০টি বাড়ির সবাইকে করোনা পরীক্ষা করাতে হবে। কন্টেনমেন্ট জোনের কেউ বিনাকারনে প্রবেশ ও বাইরে যাবে না। জেলায় প্রতিদিন ৭ হাজার মানুষকে টিকাকরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দমদম বিমানবন্দরে বাধ্যতামূলক হচ্ছে করোনা পরীক্ষা

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতিতে এবার বিমানযাত্রায় কড়া পদক্ষেপ করছে দমদম বিমানবন্দর । দমদম বিমানবন্দর থেকে একাধিক শহরে যাওয়া এবং আসার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে করোনা পরীক্ষা। রবিবার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

দমদম বিমানবন্দরের তরফে জানানো হয়েছে, কলকাতা থেকে রাজস্থান, গুজরাট এবং পাঞ্জাবের মতো রাজ্যগুলিতে যেতে হলে বাধ্যতামূলক করোনা নেগেটিভ রিপোর্ট। পাটনা, ভুবনেশ্বরের মতো স্বল্পদূরত্বের বিমানযাত্রার ক্ষেত্রেও লাগবে করোনা আক্রান্ত না হওয়ার প্রমাণপত্র। বিমানযাত্রার আগের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে করোনা পরীক্ষা করাতে হবে। রিপোর্ট নেগেটিভ এলেই যাত্রার অনুমতি পাবেন যাত্রীরা। একই নিয়ম আন্দামান যাওয়ার ক্ষেত্রেও। দমদম থেকে পোর্ট ব্লেয়ারে যাওয়ার ৪৮ ঘণ্টা আগে করোনা পরীক্ষা করাতে হবে। রিপোর্ট নেগেটিভ এলেই অনুমতি মিলবে যাত্রার। এই শহরগুলি থেকে কলকাতায় আসার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম কার্যকর করা হবে। অর্থাৎ, এই শহরগুলিতে যাওয়া এবং আসা দুই ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক করোনা নেগেটিভ রিপোর্ট। আসলে দেশে করোনা সংক্রমণের হার প্রতিদিনই রেকর্ড ভাঙছে। যে রাজ্যগুলি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত তার মধ্যে রয়েছে রাজস্থান, গুজরাটও। এই পরিস্থিতিতে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সংক্রমণে রাশ টানতে এই উদ্যোগ নিল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

জামা মসজিদের ইমামকে দিয়ে প্রচার তৃণমূলের বিরুদ্ধে ধর্মীয় মেরুকরনের অভিযোগ জিতেন্দ্রর

দুর্গাপুর, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : ''সংখ্যালঘুদের জন্য সব থেকে বেশী উন্নয়ন করেছে নরেন্দ্র মোদী। তিন তালাক বিলোপ করেছেন। ভারতে ভারত মাতা কি জয় বলতে হবে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ বললে চলবে না। দিল্লীর জামা মসজিদের ধর্মগুরু ইমামসাহেবকে নিয়ে এসেছেন তৃণমূল। পান্ডবেশ্বরের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে তৃণমূলে ভোট দেওয়ার আবেদন করছেন। তৃণমূল ধর্মীয় মেরুকরন করছেন।' রবিবার দুর্গাপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন পান্ডবেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারী।

উল্লেখ্য, আগামী ২৬ এপ্রিল পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের আসনগুলিতে ভোটগ্রহন। তার আগে রাজনৈতিক প্রচার জমে উঠেছে। অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগে সরগরম রাজনৈতিক ময়দান। কয়েকদিন আগে দুর্গাপুর পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বনাথ পাড়িয়াল বিহার, ঝাড়খন্ড থেকে মাফিয়া, গুন্ডা নিয়ে আসার অভিযোগ তোলে বিজেপির বিরুদ্ধে। রবিবার পান্ডবেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারী দুর্গাপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। এদিন তিনি বলেন, ' সোমবার পান্ডবেশ্বরের মাদারবনিতে স্বরাস্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সভা আছে।' এদিন তিনি বলেন,' বিরভুম থেকে অনুব্রত মন্ডল বোমা, পিস্তল নিয়ে পান্ডবেশ্বরে নিয়ে আসছে। সেখানে অশান্তি, হিংসা ছড়াচ্ছে। তাই আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবী করেছি, গোটা এলাকায় চিরুনী তল্লাশী করা হোক।'

এদিন তিনি আরও বিস্ফোরক অভিযোগ করে বলেন,'দিল্লীর জামা মসজিদের ধর্মগুরু ইমামসাহেব কে নিয়ে এসেছেন তৃণমূল। পান্ডবেশ্বরের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে তৃণমূলে ভোট দেওয়ার আবেদন করছেন। তৃণমূল ধর্মীয় মেরুকরন করছেন। এটা গনতন্ত্রের জন্য ভাল লক্ষন নয়। ধিক্কার জানাই, তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমরা মনে করি, নির্বাচন বিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে। কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছি।'

তিনি আরও বলেন,' সংখ্যালঘুদের জন্য সব থেকে বেশী উন্নয়ন করেছে নরেন্দ্র মোদী। তিন তালাক বিলোপ করেছেন। তবে ভারতে ভারত মাতা কি জয় বলতে হবে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ বললে চলবে না।

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস অব্যাহত বিভিন্ন স্থানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ এপ্রিল।। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হিংসাত্মক কার্যকলাপ অব্যাহত রয়েছে। রবিবার ভোর রাত থেকে সুবল সিংগ পাহাড় এলাকায় বেশ কিছু বাড়িঘর ও দোকানপাটে ভাঙচুর চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। বাড়িঘর এবং দোকানপাট থেকে নগদ টাকা পয়সাও লোড করা হয়েছে বলে অভিযোগ। আক্রান্ত পরিবারগুলোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে তারা আইপিএফটি সমর্থক হওয়ায় তাদের ওপর হামলা সংগঠিত করা হয়েছে। হামলাকারীরা তিপরা মথার সমর্থক বলেও অভিযোগ করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুবল সিংগ পাহাড় এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তবে এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। উল্লেখ্য ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে ১৮ টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে তিপরা মথা। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই একাংশের অত্যুৎসাহী সমর্থক বিরোধীদের ওপর এ ধরনের হামলা হুজ্জোতি এবং বাড়িঘর দোকানপাট ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ করে চলেছে।এ ধরনের নির্বাচন-উত্তর সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য শাসকদল বিজিপি সহ অন্যান্য দলগুলোর পক্ষ থেকেও প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বন্ধ হচ্ছে না।ফলে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে রাজ্যের পাহাড়ি এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।তিপরা মথার চেয়ারম্যানপ্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাজ্যের কোথাও কোন ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংগঠিত হতে দেওয়া হবে না। তিনি দলীয় কর্মী সমর্থকদের এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার এই সতর্কবাণী গ্রাহ্য করছে না দলীয় কর্মী সমর্থকরা। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংগঠিত করে পরিবেশকে আতঙ্কগ্রস্থ করে তুলেছে।

সামজিক দূরত্ব ও মাস্কের বালাই নেই মহামুণি মেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৮ এপ্রিল।। শান্তির বাজার মহকুমা প্রসাশনের উদাসিনতায় করোনা ভাইরাস প্রভাবের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। সমগ্র রাজ্য জুরে করোনা ভাইরাসের দ্বীতীয় পর্যায়ের সক্রমন থেকে লোকজনদের রক্ষার জন্য রাজ্যসরকার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এরইমধ্যে সমগ্র রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখাহলো। লোকজনদের সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে মাক্স পরিধান করে চলার বিশেষ আহব্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রয়াস ব্যার্থ হতে চলছে শান্তির বাজার মহকুমা প্রসাশনের জন্য। চৈত্র সংক্রান্তী থেকে শান্তির বাজার মহামুনি এলাকায় শুরু হলো ঐতিয্যবাহী বুদ্ধ মেলা। মহকুমা প্রসাশন এই মেলারজন্য ৫ দিন বরাদ্ব করেছে। এরইমধ্যে গতকাল এই মেলা চতুর্থদিন হয়েছে। আজ পঞ্চম দিনে পদার্পন করেছে এই মেলা। মেলার তৃত্বীয় দিনে ও চতুর্থ দিনে ব্যাপকহারে লোকগম ঘটে। আজ পঞ্চম দিনেও ব্যাপকহারে লোকসমাগম ঘটবে তা বলার অপেক্ষা থাকেনা। মহকুমা প্রসাশন ও আরক্ষা প্রসাশনের পক্ষথেকে বাজারে মাক্স এর জন্য নাটকীয় অভিযান করলেও মেলার মধ্যে ঠুটু জগন্নাথের ভূমিকা পালন করছে প্রসাশন। এই মেলাটি শান্তির বাজার পৌরপরিষদ এলাকায় হচ্ছে। মেলায় আগত লোকজনদের মধ্যে নেই কোনোপ্রকার সামাজিক দুরত্ব ও লোকজনেরা মাক্স পরিধান করাছারাই চলাফেরা করছে। বাজারে মাক্স এরজন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন করছে কিন্তু মেলায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করাতে প্রসাশনের ভূমিকায় প্রশ্ন চিহ্ন দেখাদিচ্ছে লোকমনে। অভিজ্ঞ মহলের দাবী মহকুমা প্রসাশনের উদাসিনতায় শান্তির বাজারের লোকজনেরা মহামারিতে ভূগবে। এখন দেখার বিষয় মেলার পঞ্চম দিনে প্রসাশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

কল্যাণপুর ময়ালে গড়িয়া দেবতার পুজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ এপ্রিল।। ২৯ টি গ্রাম নিয়ে কল্যাণপুর ময়াল। জমাতিয়া হদা কল্যাণপুর ময়ালের সর্দার যোগেশ জমাতিয়া ও সমর বিজয় জমাতিয়া । গত ৩০ শে চৈত্র থেকে গড়িয়া দেবতার পুজো শুরু হয় কল্যাণপুর ময়ালের প্রধান পুরোহিত বা খেরফাং দশহরি জমাতিয়ার বাড়িতে। এদিকে ময়ালের সর্দার যোগেশ জমাতিয়া জানান, তারা জমাতিয়া অংশের মানুষজনদের মঙ্গল কামনার্থে প্রতি বছরই এই পুজো হয়ে থাকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। কল্যাণপুর ময়াল এলাকায় বসবাসকারী অনেক দরিদ্র অংশের জনজাতির লোকেরা অর্থ ব্যয় করে উদয়পুর বা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারে না। তাদের কথা মাথায় রেখে এ বছর থেকে কল্যাণপুর জমাতিয়া ময়ালের উদ্যোগে গড়িয়া দেবতার আরাধনা ব্রতী হয়েছে উপজাতি অংশের মানুষজনেরা। আগামী মঙ্গলবার হিন্দুশাস্ত্র মোতাবেক সাত দিনব্যাপী গড়িয়া পূজার সমাপ্তি ঘটবে।

এই গড়িয়া পূজাকে কেন্দ্র করে জনজাতী অংশের মানুষ জনের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। কারণ তারা একটি বছর অপেক্ষা করে থাকে কবে গড়িয়া পূজা আসবে। গড়িয়া অর্থাৎ বাঙ্গালীদের আরাধ্য সিদ্ধিদাতা গণেশ।

শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক তুঘলকী সিদ্ধান্তের নিন্দা এনএসইউআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ এপ্রিল।। রাজ্য শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক তুঘলকী সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়ে এক ধিক্কার সভা করলো তেলিয়ামুড়া এনএসইউআই

এনএসইউআই তেলিয়ামুড়া ব্লক কমিটির উদ্যোগে অম্পি চৌমুহনী তে রবিবার বেলা ১ ঘটিকায় হয় এই ধিক্কার সভা। ছাত্র নেতৃত্বরা জানান যে, বর্তমান সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রের ফিস বৃদ্ধি করছে,বার বার পরীক্ষার রুটিন বদল করছে এর ফলে ছাত্র ছাত্রী দের মারাত্বক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এইক্ষেত্রে শিক্ষা দপ্তরের পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রী কেউ তারা দায়ী করেন।অবিলম্বে বর্ধিত ফিস প্রত্যাহার না করা হলে ছাত্র স্বার্থে আরো বড় আন্দোলন গড়ে তুলা হবে বলে ছাত্র নেতৃত্ব জানান।

রবিবাসরীয় রোড শোতে নলহাটিতে জনজোয়ার

নলহাটি, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : নলহাটিতে বর্ণাঢ্য রোড শো করে প্রচার করলেন বিজেপি নেত্রী ভারতী ঘোষ। রবিবার ছুটির দিনে নলহাটি বিধানসভা এলাকায় বিজেপি প্রার্থী প্রার্থী আনন্দ কুমার যাদব এর সমর্থনে রোড শো শুরু করেন বিজেপির রাজ্য সভানেত্রী ভারতী ঘোষ। নলহাটি ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের সড়ক থেকে এদিনের বর্ণাঢ্য রোড শো শুরু হয় সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ। রবিবাসরীয় প্রচার উপলক্ষে এদিনের অনুষ্ঠানে জনতার উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া ঋণের প্রচারে রঙিন বেলুন ব্যানার ফেস্টুন পতাকা ছাড়াও কর্মীদের মাথার টুপি সবই ছিল গেরুয়া ময় দলীয় প্রতীক চিহ্ন আঁকা ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে নিন হাজার হাজার মানুষ নলহাটি জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে পদযাত্রা শুরু করে।

রায়পুরের হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ রাহুল গান্ধীর

রায়পুর, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : ছত্তিশগড়ের রায়পুরের কোভিড হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রবিবার তিনি টুইটারে ঘটনার দুঃখপ্রকাশ করে লিখেছেন, রায়পুরের হাসপাতালের আইসিইউতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা খুবই দুঃখজনক। মৃতদের পরিবারের প্রতি স্বজন হারানোর বেদনায় সমব্যথী। তিনি মৃতদের পরিবারের এই সংকটময় সময়ে ছত্তিশগড় সরকারকে পাশে দাঁড়ানোর আবেদনও জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, শনিবার সন্ধে নাগাদ রায়পুরের কোভিড হাসপাতালটিতে আগুন লেগে অন্তত ৫ জন করোনা রোগী মারা যান। ওই হাসপাতালে ৫০ জন করোনা রোগী চিকিৎসাধীন ছিলেন। আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট না হলেও প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে শর্ট সারকিটের কারণেই ওই অগ্নিকাণ্ড। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

যায়নি। তিপ্রা মোথাকে সমর্থন না করায় লুটপাট, ভাঙচুর ও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে।

তিনি বলেন, বিজেপি দল থেকে জেলা পরিষদের নির্বাচিত নয় জন সদস্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সোমবার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নেব না। আমাদের সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠানের জন্য আলাদা কর্মসূচির দাবিতে আমরা রাজ্যপালকে একটি চিঠি লিখেছি।

তিনি আরও বলেন যে এমডিসির একটি প্রতিনিধি দল রাজ্যপালকে ইতিমধ্যে একটি চিঠি দেয়া হয়েছে যাতে বিজেপি সদস্যদের জন্য আরও একটি তারিখ ঠিক করার অনুরোধ করা হয়েছে। কারণ বর্তমান পরিস্থিতি তাদের একসাথে শপথ নেওয়ার মতো কোন মানসিকতা নেই।

বিমলবাবু বলেন, আমরা মুখ্য নির্বাহী আধিকারীক বালিন দেববর্মার সাথেও আলোচনা করেছি এবং বিষয়টি নিয়ে প্রশাসক জি কে রাওয়ের সাথে দেখা করব। তিনি আরও বলেন, নির্বাচিত সদস্যরা তাদের নিজস্ব এলাকায় যেতে পারছেন না। এমনকি এডিসি আধিকারিকরা তিপ্রা মোথার সমর্থকদের ভয় পেয়েছে এবং অফিস পরিচালনায় সমস্যায় পড়ছেন। তিনি আরও বলেন যে বিজেপি সদস্যগণ জনগণের সমর্থন নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তারা পরিষদে বিরোধী দলের সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন।

আহত দুই

● প্রথম পাতার পর

দেয় তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীকে। তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীর জওয়ানরা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করে। জানা যায়, ২ পুত্র সন্তান ও ১ কন্যা সন্তান রয়েছে দিনমজুর এই প্রদীপ দেববর্মার। রবিবারই ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহ পরিবার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রদীপ দেববর্মার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। চারিদিকে শুরু হয় কান্নার রোল।দিকে অভিশপ্ত গাড়ির খোঁজে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে।

এদিকে, ফের যান দুর্ঘটনা আহত ২ জন।একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়াতে তাকে জিবি হাসপাতাল রেফার করা হয় করা হয়।ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানা দিন নেতাজি নগর এলাকায় রবিবার দুপুর নাগাদ।

সংবাদে জানা যায় নেতাজি নগর অটো স্ট্যান্ড থেকে যাত্রী নিয়ে একটি অটো চাকমা ঘাটের দিকে যাচ্ছিল অপর দিক থেকে আসা একটি বাইক এর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে।এতে আহত হয় গিতা রানি রাঙ্খল এবং বাইক চালক রূপম চক্রবর্তী।আহত দুজনকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।দুজনের মধ্যে মোটর বাইক চালক রূপম চক্রবর্তীর অবস্থা গুরুতর হওয়াতে দিদি হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়।বাইক এবং অটো রিস্কা থেকে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

তাদের সম্পর্কে বিশালগড় এবং মধুপুর থানায় বিভিন্ন ধারায় মামলা রয়েছে।এখন দেখার বিষয় মধুপুর থানার পুলিশ কী ভূমিকা নেয় সেই চারজন পাচারকারী বিরুদ্ধে।উল্লেখ্য মধুপুর থানা এলাকার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার করা হয়ে থাকে। পাচারকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ এবং বিএসএফ কঠোর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

পুলিশ এবং বিএসএফকে ম্যানেজ করেই পাচারকারীরা এ ধরনের অবৈধ কার্যকলাপ দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছে বলে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষের অভিযোগ।পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে পুলিশ এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষের ওপর নানা অজুহাতে অত্যাচার নির্যাতন চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী লোকজনরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।অবিলম্বে এসব বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষজন প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

গণধোলাই

● প্রথম পাতার পর

ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। পরপর এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। সোনার চেইন ও গহনা পরে মা-বোনরা ঘর থেকে বের হতে পারছেন না। পুলিশ আটক ছিনতাইকারীর বিরুদ্ধে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আরও দু'জন

● প্রথম পাতার পর

এই দুর্ঘটনার পর তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনে যাত্রীবাহী রেল আটকে দেওয়া হয়। যার ফলে শুরু হয় যাত্রীদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। দাঁড়িয়ে থাকা ঘন্টার পর ঘন্টা যাত্রীরা দপ্তরের উপর চড়াও হয়। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

পরীক্ষা

● প্রথম পাতার পর

পিছিয়ে যাওয়া ও দশম শ্রেণির পরীক্ষা বাতিল হওয়ার পর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা পিছনোর দাবিতে সরব হয়েছিল পড়ুয়ারা। কারণ হিসেবে মূলত বলা হয়েছিল যে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ের দাপটে যখন প্রত্যেকদিন এক লক্ষ লোক সংক্রমিত হচ্ছে তখন পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হোক।

টিটিএডিসির

● প্রথম পাতার পর

সম্প্রদায়কে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, বললেন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন।

এদিকে আরও জানা গেছে, নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে কমল কালাই, চিত্রাঙ্গন দেববর্মা, অনিমেষ দেববর্মা, রুনাইল দেববর্মার বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামীকাল জেলা পরিষদে শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে এবং তিপ্রা মোথা ও আইএনপিটি-র নির্বাচিত ১৮ জন সদস্য শপথ গ্রহণ করবেন।

শ্রমিককে

● প্রথম পাতার পর

যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ায় সকাল থেকেই যাত্রীদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।যাত্রীরা ঘন্টার পর ঘন্টা চন্দ্রপুর ইন্টারেস্টেড বাস টার্মিনালে অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত বিমুখ হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন।মোটর শ্রমিক স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন মোটর শ্রমিকদের ওপর এ ধরনের হামলা বন্ধ না হলে তারা যানবাহন চলাচল করবে না।

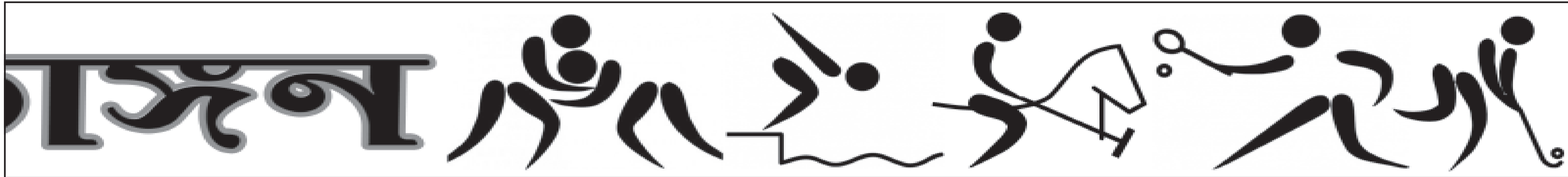

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে জিততে মরিয়া কলকাতা নাইট রাইডার্স

মুম্বই, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : রবিবার আইপিএলে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে ময়দানে নামছে অইন মর্গ্যান বিগ্রেড কলকাতা নাইট রাইডার্স। জিততে হলে শুধু নীতীশ রানার ভরসায় যে হবে না তা ভালই বুঝতে পারছেন অইন মর্গ্যানরা। গত ম্যাচে তা হারে হারে টের পেয়েছেন অধিনায়ক মর্গ্যান। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে জেতা ম্যাচ হারতে হয়েছে কেকেআরকে। নীতিশ রাণার আউট হয়ে যাওয়ার পরই তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছিল কেকেআর বিগ্রেড। তাই এদিনের ম্যাচ নিয়ে অনেক বেশি সজাগ রয়েছেন কেকেআর দল।

এ বারের আইপিএল-এ দুটো ম্যাচ খেলে দুটোতেই জয় পেয়েছে কোহলিরা। সাদা বলের ক্রিকেটে অন্যতম সেরা দুই অধিনায়কের লড়াই হতে চলেছে রবিবার। একজন যখন জয়ের সারনিতে, অন্যজন তখন মিডল অর্ডার নিয়ে চিন্তিত। আন্দ্রে রাসেল বল হাতে উইকেট পেলেও, ব্যাট হাতে রান করতে ব্যর্থ। মর্গ্যান নিজেও রান পাচ্ছেন না। অভিজ্ঞ দীনেশ কার্তিকও রান পাননি প্রথম ২ ম্যাচে। ব্যাট হাতে কলকাতার বৈতরণী পার করছেন নীতীশ রানা। তাঁর সঙ্গী শুভমন গিলকেও জ্বলে উঠতে দেখা যায়নি।

নাইটদের দলে যদিও চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছেন হরভজন সিং। ২ কোটি টাকা দিয়ে কেনা এই স্পিনারকে দিয়ে ওভারের কোটাই পূরণ করা যাচ্ছে না। উইকেটও নিতে পারছেন না তিনি। গত বারের বিস্ময় স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী এ বারে আর ততটা বিস্মিত করতে পারছেন না। এমন অবস্থায় ভরসা সেই প্যাট কামিন্স এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ।

আইপিএলে সমস্যায় পড়বে বলে মনে করেন এবি ডিভিলিয়ার্স

ঘরের মাঠে শাসন করা দলগুলি এ বারের আইপিএলে সমস্যায় পড়বে বলে মনে করেন এবি ডিভিলিয়ার্স। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের সহ-অধিনায়ক বলে দিচ্ছেন, "আমার মনে হয় নিরপেক্ষ কেন্দ্রে ম্যাচ হচ্ছে বলে অনেক ভারসাম্য তৈরি হবে। সকলের জন্যই এক নিয়ম। কারও ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা বলে কিছু নেই। এর ফলে বিভিন্ন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টা পরীক্ষিত হবে।" যোগ করছেন, "যত ম্যাচ হবে, তত পরিবেশ, পরিস্থিতি পাল্টাতে থাকবে আর দলগুলিকে সব কিছু মানিয়ে নিতে হবে। উইকেট পুরনো হতে থাকবে, একই মাঠে একটা অন্য প্রতিপক্ষকে খেলতে হবে। ব্যাপারটা আকর্ষণীয়, তবে একটা জিনিস ভুললে চলবে না। সকলের জন্যই কিন্তু একই নিয়ম। গত বার দেশে করোনা সংক্রমণ নিয়ে আতঙ্কের জন্য আইপিএল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। এ বারেও নিরপেক্ষ মাঠে খেলা করা হচ্ছে। যদিও তা নিয়ে সমালোচনাও হচ্ছে। বিশেষ করে আমদাবাদের দল না থাকলেও জয় শাহদের কেন্দ্রে কেন গ্রুপ পর্বের ম্যাচের সঙ্গে প্লে-অফ, ফাইনাল সব হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ছ'টি শহরে এ বারের আইপিএল হচ্ছে। মুম্বই, চেন্নাই, দিল্লি, কলকাতা, বেঙ্গালুরু এবং আমদাবাদ। এর মধ্যে আইপিএলে দল নেই একমাত্র আমদাবাদেরই। যদিও কোনও দলই এ বারে ঘরের মাঠে খেলতে পারছে না। সব ম্যাচই হচ্ছে নিরপেক্ষ কেন্দ্রে। আরসিবি-র দেওয়া একটি ভিডিয়োতে ডিভিলিয়ার্স বলে দিচ্ছেন, "যারা ঘরের মাঠকে দুর্গ বানিয়ে ফেলেছিল, তারা এ বারের আইপিএলে সমস্যায় পড়বে। সেরা দলই ট্রফি জিতবে।" এ বারও অধরা আইপিএল ট্রফির খোঁজে নেমেছেন বিরাট-এবিরা। আজ, রবিবার তাঁরা কলকাতা নাইট রাইডার্সের মুখোমুখি। আইপিএলের ইতিহাসে তিনটি দল কখনও ট্রফি জেতেনি। আরসিবি, পঞ্জাব এবং দিল্লি। ডিভিলিয়ার্স জানেন না, এত বছরের অপেক্ষার পরে আরসিবি ট্রফি জিতলে তিনি সত্যিই কী করতে পারেন! বলে ফেলছেন, "আমি সত্যিই আইপিএল জিততে চাই। জানি না, সত্যিই জিততে পারলে আমি যে কী করব! জানি, ট্রফি জেতা নিয়ে বার বার একই কথা বলে যেতে হচ্ছে আমাদের। হয়তো ঘ্যানঘ্যানেও শোনাচ্ছে।" যোগ করছেন, "তবে ট্রফি জেতার পরে এমনও হয় যে, পিছনে ফিরে তাকিয়ে মনে হয়, জীবনে আরও কিছু জিনিস রয়েছে সেগুলোও গুরুত্বপূর্ণ।" এই মুহূর্তে দুই ম্যাচের দু'টিতেই জিতে পয়েন্ট টেবলে শীর্ষে রয়েছেন ডিভিলিয়ার্সরা। "আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টের অংশ হতে পারাটাই একটা প্রাপ্তি। বিশ্বের সেরা টুর্নামেন্ট আইপিএল। আমরা ট্রফি জিততে চাই। সেটাই আমাদের লক্ষ্য," বলছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ব্যাটসম্যান। যিনি আইপিএলের সুবাদে ভারতেও সব চেয়ে জনপ্রিয় তারকাদের এক জন।

স্বাধীনতাটাই কেড়ে নিয়েছে কোভিড-১৯ অতিমারি, বলে মনে করছেন কিদম্বি শ্রীকান্ত

অলিম্পিক্সের আগে প্রস্তুতির স্বাধীনতাটাই কেড়ে নিয়েছে কোভিড-১৯ অতিমারি, বলে মনে করছেন কিদম্বি শ্রীকান্ত। সারাক্ষণ কোভিড পরীক্ষা করিয়ে যাওয়া, জৈব সুরক্ষার মধ্যে পড়ে থাকা এ সবের প্রভাবও সাংঘাতিক ভাবে পড়ছে বলে তিনি মনে করেন। ভারতীয় পুরুষ ব্যাডমিন্টনে সেরা মুখ কিদম্বি বলে দিচ্ছেন, "আগের মতো কোনও কিছুই আর সহজ, স্বাভাবিক নেই। জৈব সুরক্ষা বলয়ই এখন আমাদের জীবন।" তাঁর মতে, সব চেয়ে সমস্যায় ফেলছে ভুয়ো কোভিড পরীক্ষার ফল। দেখা যাচ্ছে, একাধিক খেলায় প্রথমে হয়তো 'পজিটিভ' আসছেন কিন্তু পরে তাঁর নমুনায় ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাডমিন্টনে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে হয়েছে, এমনকি আইপিএলের মতো ধনী এবং জনপ্রিয় টি-টোয়েন্টি লিগে দিল্লি ক্যাপিটালসের বোলার অনরিখ নখিয়ার কোভিড পরীক্ষার ফল নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। নখিয়া প্রথমে 'পজিটিভ' আসেন, যে কারণে ম্যাচ খেলতে পারেননি। দু'দিন পরেই আবার জানানো হয়, তাঁর কোভিড হয়নি। পজিটিভ ফল হাতে পেলে কিছু বোঝারও উপায় নেই কারণ, কেউ জানে না এটা ভুয়ো ফল কি না। তাই পরিস্থিতি সত্যিই খুব কঠিন," সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলছেন শ্রীকান্ত। এ বছরের শুরুতে তাইল্যান্ড ওপেনে খেলতে গিয়ে কোভিড পরীক্ষার সময় রক্তাক্ত হয়ে ওঠে তাঁর নাক। সেই ছবি তিনি ভক্তদের সামনে তুলেও ধরেছিলেন। এর পরে তাইল্যান্ডেই ফের অন্য প্রতিযোগিতায় ব্যাঙ্ককের হোটেলের ঘরে তাঁকে এক সপ্তাহ বন্দি থাকতে হয় কারণ তাঁর ঘরে থাকা সঙ্গী বি সাই প্রণীতের করোনা ধরা পড়ে। কিন্তু সেই পরীক্ষার ফল ভুয়ো বলে জানা যায়। তার ফলে দু'জনকেই ভোগান্তির শিকার হতে হয়। শ্রীকান্ত বলছেন, "আমার মনে হয় নিজেদের ইচ্ছা মতো, সুবিধা মতো সময়ে ট্রেনিং করার স্বাধীনতাটাই আমরা হারিয়েছি কোভিডের কারণে। এর আগে আমার সুবিধা মতো সময়ে জিমে যেতে পারতাম। এখন যে সময়ে আমাকে যেতে বলা হবে, শুধু সেই সময়টাতেই যেতে পারব। আগের মতো প্রস্তুতি সারাই যাচ্ছে না।" যোগ করছেন, "তাইল্যান্ডে বেশি ম্যাচই খেলতে পারিনি। ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনাল খেললাম কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই। অল ইংল্যান্ডে গিয়েই কয়েক জনের করোনা ধরা পড়ল। তাই অনুশীলনই করতে পারলাম না। তা হলে এই পরিস্থিতিতে খেলোয়াড়েরা লড়াই করবেন কী ভাবে? শ্রীকান্ত বলছেন, "এ সব নিয়ে বেশি ভেবেও লাভ হবে না। যেটা তোমার হাতে আছে, তা নিয়েই শুধু ভাবা যেতে পারে। আমাদের মানিয়ে নিতেই হবে। আগামী ছ'সাত মাস এ ভাবেই চলবে বলে মনে হয়।" শেষ তিনটি যোগ্যতামান পর্বের প্রতিযোগিতায় ভাল খেলে তিনি অলিম্পিক্সের ছাড়পত্র আদায় করে নিতে চান। তবে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থার কাছে আর্জি জানাচ্ছেন, কোভিডের এই সময়টাতে খেলোয়াড়দের খাওয়াদাওয়ার বিষয়ের দিকে নজর দিতে। "খাবার নিয়ে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থার ভাবা উচিত। হয়তো সকলকে তাদের পছন্দ মতো খাবার দেওয়া যাবে না। কিন্তু খাদ্য পদের সংখ্যা আর একটু বাড়ানো যেতেই পারে। যাতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলতে এসে ঠিকঠাক খাবার পায় সকলে। এ ব্যাপারে আর একটু যত্ন আশা করা যেতেই পারে। অল ইংল্যান্ডে প্রথম কয়েক দিন যখন আমাদের বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছিল না, তখন খুব বেশি পছন্দ ছিল না। ভাত পাইনি আমরা।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় ম্যাচেও অপরাজিত থাকলেন ঈশান পণ্ডিতরা

অনবদ্য ধীরজ সিংহ। দুরন্ত এফসি গোয়া। শনিবার গোয়ার ফতোরদা স্টেডিয়ামে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় ম্যাচেও অপরাজিত থাকলেন ঈশান পণ্ডিতরা। এই ম্যাচের আগে আল ওয়াহাদার কোচ হেঙ্ক টেনের প্রধান চিন্তা ছিল গোয়ার ডিফেন্ডারদের নিয়ে। কী ভাবে বিপক্ষের রক্ষণ ভেঙে গোলের দরজা খুলতে হবে, সেই রণনীতি তৈরিতেই ব্যস্ত ছিলেন বার্সেলোনায় ফ্র্যাঙ্ক রাইকার্ডের প্রাক্তন সহকারী। হেঙ্ক ভাবতেও পারেননি শনিবার শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তুলে চমকে দেবেন এদু বেদিয়া, গ্লেন মার্টিন্সরা। ম্যাচের দু'মিনিটের মধ্যেই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল গোয়া। হর্ষে ওর্তিসের ক্রস থেকে নেওয়া ঈশান পণ্ডিতের হেড অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ধাক্কা সামলে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায় আল ওয়াহাদা। যদিও চার মিনিটে খলিল ইব্রাহিমের শট ক্রসবারের উপর দিয়ে উড়ে যায়। ২৩ মিনিটে ফারেস জুমার হেড বাঁচান ধীরজ। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে ফের গোয়ার পতন রোধ করেন অনূর্ধ-১৭ বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের শেষ প্রহরী। বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া টিম মাতাউসের শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় বাঁচান ধীরজ। পুরো ম্যাচে একাধিক নিশ্চিত গোল বাঁচিয়েছেন তিনি। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে আল রায়ানের বিরুদ্ধেও অসাধারণ খেলেছিলেন তিনি। আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়াতে ৫৪ মিনিটে ঈশানকে তুলে দেবেন্দ্র মুরগাওকারকে নামান গোয়া কোচ খুয়ান ফেরান্দো। দু'মিনিটের মধ্যেই ব্রেন্ডন ফার্নান্দেসের শট পোস্টে ধাক্কা লেগে ফেরে। ফিরতি বলে নেওয়া গ্লেন মার্টিন্সের শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। গোয়ার আক্রমণের ঝড় সামলে ৬০ মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ক্লাব। এ বারও কাঁটা সেই ধীরজ। পেনাল্টি বক্সের মধ্যে থেকে নেওয়া ওমর খরবিনের হেড বাঁচান গোয়া গোলরক্ষক। পরিস্থিতি সামলাতে ৬৫ মিনিটে রোমারিয়ো জেসুরাজকে তুলে স্যাভিয়র গামাকে নামান খুয়ান। ৭৩ মিনিটে দেবেন্দ্রর শট বাঁচান গোলরক্ষক মহম্মদ আল সামসি। ৮১ মিনিটে ওর্তিসের শটও বাঁচান তিনি। এর পরেই গোল করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন আল ওয়াহাদার ফুটবলারেরা। সংযুক্ত সময়ে ওমরের হেড অবিশ্বাস্য দক্ষতায় বাঁচান ধীরজ। শনিবার ড্রয়ের ফলে দুই ম্যাচে দুই পয়েন্ট গোয়ার। আগামী মঙ্গলবার ধীরজদের প্রতিপক্ষ ইরানের পার্সিপোলিস এফসি। এফসি গোয়া: ধীরজ সিংহ, স্যানসন পেরেরা (আদিল খান), ইভান গঞ্জালেজ, জেমস ডোনাচি, সেরিটন ফার্নান্দেস, হর্ষে ওর্তিস, ব্রেন্ডন ফার্নান্দেস, রোমারিয়ো জেসুরাজ (স্যাভিয়র গামা), এদু বেদিয়া, গ্লেন মার্টিন্স ও ঈশান পণ্ডিতা (দেবেন্দ্র মুরগাওকর)।

উড়তে থাকা আরসিবির সামনে রাসেলদের পরীক্ষা

অইন মর্গ্যান বনাম বিরাট কোহালি। যুযুধান দুই দলের অধিনায়ক। এক জন ২০১৯ বিশ্বকাপ জিতেছেন। অন্য জন পারেননি। চেন্নাইয়ের মাঠে রবিবার কি কোথাও ঠান্ডা স্রোত বইবে তাঁদের মধ্যে? বিশ্বকাপ যন্ত্রণা ঠিকরে বেরবে না কোহালির চোখেমুখে? আন্দ্রে রাসেল বনাম শাহবাজ আহমেদ। এক জন শাহরুখ খানের দলের ডন ওয়ান, ডন টু, ডন থ্রি সব। একটা গোটা দলের সাফল্য-ব্যর্থতা আর কখনও এতটা এক জনকে ঘিরে আবর্তিত হয়নি আইপিএলে। যতটা রাসেলকে নিয়ে হয় নাইট রাইডার্সে। কখনওসখনও মনে হয়, দলটার নামই হওয়া উচিত ছিল রাসেল রাইডার্স। রবিবার আইপিএলের শক্তিমানের পরীক্ষা এক নবাগতের সামনে। যিনি কোভিড-১৯ স্রোত আছড়ে পড়ার আগে রঞ্জি ট্রফিতে প্রাণান্তকর চাপের মধ্যে একের পর এক ম্যাচে অনুষ্টুপ মজুমদারের সঙ্গে ছিলেন বাংলার ত্রাতা। রঞ্জিতে বেসামাল হয়ে পড়া নৌকো বার বার অনমনীয় প্রত্যয় নিয়ে তরীতে নিয়ে এসেছিলেন। আইপিএলের নবীন বরণ মঞ্চে সুযোগ পেয়েই তাঁর সেই হার-না-মানা মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন শাহবাজ। যাঁর মধ্যে চিরকালীন যোদ্ধা অরুণ লালের ছোঁয়া। এক ওভারে তিন উইকেট তুলে নিয়ে ডেভিড ওয়ার্নারদের সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে অবধারিত ভাবে জেতা ম্যাচ মাথা নিচু করে ফিরিয়েছেন। এখনকার দিনে আর কম্পিউটার বিশ্লেষকের ঘরেও যেতে হয় না ক্রিকেটারদের। প্রত্যেক বোলারের মোবাইলে ব্যাটসম্যানদের দুর্বলতা সকালবেলাতেই এসে যায়। শাহবাজ এবং তাঁর অধিনায়ক বিরাট কোহালির মোবাইলেও নিশ্চয়ই এত ক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে, আগের ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্রুণাল পাণ্ড্য কী ভাবে ভেঁতা করে দিয়েছিলেন রাসেলকে। ১৫ বলে ৯ করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা। তাঁর মতো আইপিএল পালোয়ানের থেকে এমন স্লথ ব্যাটিং চমকে ওঠার মতো। ঘটনা হচ্ছে ক্রুণালের মতোই টেনে টেনে বাঁ হাতি স্পিন করান শাহবাজ। খুব বেশি বল ঘোরে না কিন্তু পড়ে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যায়, যা অনেক সময়েই ব্যাটসম্যানের মনে ধাঁধার সৃষ্টি করে। তার উপরে চেন্নাইয়ের বাইশ গজে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে বিমান হারিয়ে যাওয়ার মতো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সব আগ্রাসী ব্যাটসম্যানদের শট। নাইট রাইডার্স যেমন অবিশ্বাস্য ভাবে ম্যাচ তুলে দিয়ে এসেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হাতে, তেমনই সানরাইজার্স জেতা ম্যাচ হারল আরসিবি-র কাছে। এ দিন ফের ওয়ার্নারদের রান তাড়া গুলিয়ে গেল মুম্বইয়ের সামনে। জেতা ম্যাচ তুলে দিলেন মুম্বইয়ের হাতে। সেই রহস্যময় চেন্নাই পিচ। সেই শটের ওস্তাদদের সংগ্রাম। রবিবারেও যদি চলতে থাকে, রাসেল কী করে চক্রব্যূহ কেটে বেরবেন? তফাত হচ্ছে, রাতের নয়, এটা দিনের ম্যাচ। তাই পিচ বেশি শুকনো থাকবে, শিশিরের প্রভাবে বল পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। ব্যাটসম্যান রাসেলের বড় বড় ছক্কা দেখা না দিলে বাজিগরের দলের বাজিমাত করা কঠিন। তা সে বোলার রাসেল যতই জগিং করতে করতে এসে পাঁচ উইকেট নিয়ে যাওয়ার কেরামতি দেখান।

চেন্নাইয়ের হৃদস্পন্দন ধোনি, বললেন ফ্লেমিং

২০০৮ থেকে চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে অধিনায়ক হিসেবে যাত্রা শুরু হয়েছে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির। তাঁকে চেন্নাইয়ের বাসিন্দা হিসেবেই দেখতে শুরু করেছেন সিএসকে সমর্থকেরা। 'থালা' নামকরণও হয় হলুদ জার্সিতে একের পর এক সাফল্য এনে দেওয়ার পরে। সমর্থকদের ভালবাসার টান ভাঙতে দেয়নি সিএসকে-মাহির বন্ধনকে। শুক্রবার পঞ্জাব কিংসকে হারানোর পরে সিএসকে কোচ স্টিভন ফ্লেমিং জানিয়ে দিলেন, ধোনি চেন্নাইয়ের হৃদস্পন্দন। দলে ধোনির প্রয়জনীয়তা কতটা তা প্রত্যেক পদক্ষেপে বুঝতে পারেন সিএসকে কোচ। কে এল রাহুলদের ছয় উইকেটে হারানোর পরে সিএসকে কোচ ফ্লেমিং বলেছেন, "দুশো ম্যাচ খেলার পরেও ওর মধ্যে উন্নতি করার খিদে অপরিসীম। এই মনোভাব কিন্তু দল ও ক্রিকেটের প্রতি নিষ্ঠা ও ভালবাসার প্রতিফলন।" যোগ করেছেন, "ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধোনি নিজেকেও গড়ে তুলেছে। ধোনির সঙ্গে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে কাজ করার মজাই আলাদা। চেন্নাই বিমানবন্দরে ধোনি নামলেই ভিড় জমে যায়। প্রিয় 'থালা'-কে এক বার দেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন সমর্থকেরা। ফ্লেমিংয়ের তাই বলতে দ্বিধা নেই, "নিঃসন্দেহে ধোনিই চেন্নাই সুপার কিংসের হৃদস্পন্দন। শেষ চোদ্দো বছরে ওর পারফরম্যান্স নিয়েও প্রশ্ন তোলা সম্ভব নয়। এমনকি ওর নেতৃত্বও উদাহরণ হিসেবে থেকে যাবে। ধোনিকে যা-ই বলি, কম বলা হয়।" ধোনি নিজেও দু'শোতম ম্যাচ খেলে খুশি। তিনি বলেছেন, "২০০৮ সাল থেকে এই যাত্রা শুরু হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলেছি, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে খেলতে হয়েছে। এ বার ভারতে আইপিএলও উপভোগ করছি। তবে কখনও আন্দাজ করতে পারিনি, মুম্বই আমাদের ঘরের মাঠ হতে পারে।

বিলবাওকে হারিয়ে বার্সেলোনার সপ্তমবার কোপা দেল রে জয়, জোড়া গোল মেসির

সেভিয়া, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : দীর্ঘ দু'বছরের খরা কাটিয়ে অবশেষে বার্সেলোনার ঘরে ঢুকল ট্রফি। বিলবাওকে ৪-০ গোলে হারিয়ে ৩১ বারের জন্য কোপা দেল রে চ্যাম্পিয়ন হল বার্সেলোনা। কাতালোনিয়া ক্লাবের হয়ে ডাচ কোচ রোনাল্ড কোম্যানের এটাই প্রথম ট্রফি। জোড়া গোল করে লিওনেল মেসি ক্লাবের হয়ে এদিন সপ্তমবারের জন্য জিতলেন কোপা দেল রে ট্রফি।

শনিরাতেও চেনা ছন্দে ধরা দিলেন লিও মেসি। যদিও মেগা ফাইনালে এদিন ৬০ মিনিট অবধি ম্যাচের গতিপ্রকৃতি দেখে বোঝার উপায় ছিল না বার্সেলোনার লড়াইটা শেষমেষ এতোটা সহজ হতে চলেছে। মাত্র ১২ মিনিটের ঝড়ে এদিন বার্সেলোনার সামনে উড়ে যায় অ্যাথলেটিক বিলবাও। ১৫ দিনের মধ্যে এই নিয়ে দু'বার কোপা দেল রে ট্রফি জয় থেকে বঞ্চিত হল তারা। গত ৩ এপ্রিল ২০২০ করোনার জেরে স্থগিত হয়ে যাওয়া কোপা দেল রে ফাইনালেও হারতে হয়েছিল তাদের। রিয়াল সোসিয়েদাদের কাছে ২০২০ কোপা দেল রে ফাইনালে ০-১ হেরেছিল বিলবাও। ৬০ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন গ্রিজম্যান। তিন মিনিট পরই দ্বিতীয় গোলটি আসে ফ্রেঙ্কি ডি জংয়ের হেড থেকে। এরপরই ৬৮ ও ৭২ মিনিটে পরপর গোল করে বিলবাওয়ের আত্মবিশ্বাসে ধস নামান মেসি। আর তাতেই বার্সার জার্সি গায়ে ৩৫ তম ট্রফি জয় নিশ্চিত করলেন তিনি। এনিয়ে ৩১বার কোপা দেল রে'র ইতিহাসে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে খোদাই হয়ে থাকল বার্সেলোনার নাম।

টি-২০ বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসার ভিসা পেয়ে যাবে পাক ক্রিকেট দল?

চলতি বছরের শেষেই ভারতের মাটিতে আয়োজিত হতে চলেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। করোনা চিন্তা বাড়ালেও সুষ্ঠুভাবে টুর্নামেন্ট আয়োজনের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড। আর এই বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে কোনও অসুবিধা হবে না পাক ক্রিকেটারদের। ভারতে আসার ভিসা পেয়ে যাবে পাক ক্রিকেট দল। আর একথা ভারতীয় বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে নাকি জানিয়েছেন খোদ বোর্ড সচিব জয় শাহ। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বোর্ড আধিকারিক এমনটাই জানিয়েছেন। সীমান্তে জঙ্গি অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন, এদেশে একাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলা, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যুক্ত পাকিস্তানের নাম। আর সেকারণেই ভারত-পাকিস্তান দু'দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বহুদিন ধরেই উত্তপ্ত। দীর্ঘদিন দুই দেশ দ্বিপাক্ষিক কোনও সিরিজেও অংশ নেয়নি। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপ খেলতে আদৌ ভারতে আসার ভিসা কি পাবেন পাক ক্রিকেটাররা? এমন প্রশ্নই উঠতে শুরু করে দেয়। খোদ পিসিবিও এই প্রসঙ্গে বিবৃতি দেয়। তবে যাবতীয় বিতর্কের অবসান অবশ্য ঘটে গেল জয় শাহের ওই বক্তব্যেই। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই বোর্ড কর্তা জানান, "পাকিস্তানের ক্রিকেট দলের ভিসা পাওয়া নিয়ে কোনও সমস্যা আর নেই। তবে পাক ক্রিকেটভক্তরা এদেশে এসে ম্যাচ দেখতে পারবেন কি না, সেটা এখনও ঠিক হয়নি। দ্রুতই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে আইসিসিকে দেওয়া কথামতো সমস্ত কিছুরই আয়োজন করা হবে। অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে একথা জানিয়েছেন খোদ বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। এদিকে, অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে চলতি বছরের শেষে টি-টোয়েন্টি ওয়ার্ল কাপের ভেন্যু নিয়েও আলোচনা হয়েছে। ইতিমধ্যে দেশে দেখা দিয়েছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। মারণ ভাইরাসটি মারাত্মক আকার ধারণ করলেও বিসিসিআই আশাবাদী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভারতেই হবে। মোট নটি মাঠে বিশ্বকাপ আয়োজন করার ভাবনা রয়েছে বোর্ডের। দেশের যে সমস্ত শহরে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে, সেখানেই বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন হবে বলে খবর।

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender are here by invited by the undersigned on behalf of Government of Tripura from bonafide fish seed growers (Individual/ Fishery Based SHGs/MSS Ltd) of Teliamura R.D Block under Teliamura Sub-Division producing available quantity fish fingerlings in there owned leases out water bodies for supply of Indian Major Carp fingerlings in different GP/VC area under aforesaid block area during the year 2021-22. The last date of submission the tender **10/05/2021 up to 3.00 PM** the dropping of tender will be eligible for only within Teliamura R.D Block area. The interested bidders may contract with the development section of the undersigned (From. **26/04/2021** to **30/04/2021**) between 1**1.00 am to 4.00 PM** for collection of tender form and details terms & conditions.

(BIBHAS BISWAS)
SUPDT. OF FISHERIES
TELIAMURA, KHOWAI DISTRICT

ICA-C-133/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-01/EE/RDUD/G/2021-22 DATED-16/04/2021

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur ,Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 04/05/2021 for the following work-

1. Construction of additional classroom at Chandrapur H.S School under Matabari R.D.Block, Gomati District.
2. Construction of additional classroom at Amtali H.S School under Tepania R.D.Block, Gomati District.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by e-mail to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

(Er. L. Sarkar)
Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District,Tripura.

ICA-C-125/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02/EE/MNP/PWD(R&B)/2021-22 Date: 16/04/2021 The Executive Engineer, Mohanpur Division , PWD(R&B), Mohanpur, Tripura (West) invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 05/05/2021 for the works:

1. DNIeT No: 03/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2021-22, ESTIMATED COST : Rs. 23,53,906/-
2. DNIeT No: 04/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2021-22, ESTIMATED COST : Rs. 24,07,569/-

For details visit website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact by e-mail to muhanpurpwdrandbdivision@gmail.com

Executive Engineer
Mohanpur ivision, PWD(R&B),
Mohanpur, West Tripura

ICA-C-118/2021-22

করোনা মুক্ত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী নীতি দেব রবিবার আগরতলায় লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়িতে শিব মন্দিরে যান। ছবি নিজস্ব।

এবার বিভিন্ন রাজ্যে অক্সিজেন পৌঁছে দেবে ভারতীয় রেল, তৈরি 'অক্সিজেন এক্সপ্রেস'

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : করোনা মোকাবিলায় বিভিন্ন রাজ্যে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে দিতে আসরে নেমে পড়েছে ভারতীয় রেল। তৈরি করে ফেলেছে রুট ম্যাপ এবং 'অক্সিজেন এক্সপ্রেস'। কোন পথে কী পদ্ধতিতে অক্সিজেন ট্যাঙ্কার পৌঁছে দেওয়া যায় তার পরিকল্পনাও তৈরি।

করোনার রোগীদের চিকিৎসায় অক্সিজেন অন্যতম জরুরি একটি উপাদান। এতদিন অক্সিজেন মূলত সড়ক পথেই পরিবহণ হত। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজ্যেই পর্যাপ্ত অক্সিজেনের যোগান নেই বলে দাবি করা হচ্ছে। এই অবস্থায় মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের সরকার রেলের কাছে আবেদন করেছে দ্রুত সেখানে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। এরপরই আসরে নেমে পড়েছে ভারতীয় রেল। তৈরি করে ফেলেছে রুট ম্যাপ এবং 'অক্সিজেন এক্সপ্রেস'। কোন পথে কী পদ্ধতিতে অক্সিজেন ট্যাঙ্কার পৌঁছে দেওয়া যায় তার পরিকল্পনাও তৈরি।

রেলে তরফে জানানো হয়েছে লিক্যুইড মেডিক্যাল অক্সিজেন পরিবহনের জন্য 'রোল অন রোল অফ' বা আরও আরও পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। এই পদ্ধিতে সড়ক পথে অক্সিজেন পরিবহনকারী ট্যাঙ্কারগুলিকে তুলে নেওয়া হবে 'অক্সিজেন এক্সপ্রেসে'র রেলের সমতল ওয়াগনের উপর। ট্যাঙ্কারকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হবে। সেখান থেকে ট্যাঙ্কারগুলি সড়ক পথে হাসপাতালে পৌঁছে যাবে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উচ্চতার ট্যাঙ্কারের কথা ভাবা হয়েছে। যাতে তা ওয়াগনের উপর বা সড়ক পথে নিয়ে যাওয়ার সময় অসুবিধা না হয়।

ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুধু অক্সিজেনের অভাবেই রোগী মৃত্যুর একাধিক ঘটনা সামনে আসছে। মধ্যপ্রদেশের আজ রবিবার অক্সিজেনের অভাবে অন্তত ৬ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। ওই সরকারি হাসপাতালের তরফে জানানো হয়, নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছিল অক্সিজেন সরবরাহকারী সংস্থার সঙ্গে। কিন্তু সময়ে অক্সিজেন এসে পৌঁছয়নি হাসপাতালে। এই ধরনের পরিস্থিতি যাতে এড়ানো যায় তার জন্যই এবার কার্যত গ্রিন করিডোর তৈরি করে অক্সিজেন পরিবহণের পরিকল্পনা করেছে রেল।

করোনা মোকাবিলায় ঘাটতি মেটাতে শিল্প কাজে অক্সিজেনে জোগানে নিষেধাজ্ঞা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : করোনা মোকাবিলায় বিভিন্ন রাজ্যে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এবার অক্সিজেনের মেটাতে বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র সরকার। আগামী বৃহস্পতিবার ২২ এপ্রিল থেকে আর শিল্প কাজে অক্সিজেন ব্যবহার করা যাবে না। এবিষয়ে রবিবার সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের চিঠি লেখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় ভাল্লা।

উর্ধমুখী করোনাভাইরাস সংক্রমণের মধ্যে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে দিল্লি-সহ একাধিক রাজ্যে। পরিস্থিতির মোকাবিলায় কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের আর্জি জানানো হয়েছিল। তার জেরে আগামী ২২ এপ্রিল থেকে শিল্পের কাজে যে অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়, তার জোগানের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপাল কেন্দ্র। কয়েকটি ক্ষেত্রকে অবশ্য সেই তালিকা থেকে বাদ রাখা হয়েছে। রবিবার সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের চিঠি লেখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় ভাল্লা। শিল্পের কাজে যে অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়, তার জোগানের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে উপযুক্ত পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন।

চিঠিতে তিনি জানান, উর্ধমুখী করোনা সংক্রমণের জেরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অক্সিজেনের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষত মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, কর্নাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু, হরিয়ানা, পঞ্জাব, রাজস্থানের মতো যে সব রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি, সেখানে অক্সিজেনের চাহিদা আরও বেড়েছে। তা সামাল দিতেই শিল্পের কাজে ব্যবহৃত অক্সিজেনের সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছে। যে নিষেধাজ্ঞা আগামী ২২ এপ্রিল থেকে কার্যকরী হবে। তবে ন"টি শিল্পক্ষেত্রকে সেই নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

এবিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানিয়েছেন, হাসপাতালের ভাঁড়ারে যাতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন থাকে, সেজন্য এই নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছে। তিনি বলেন, 'ভারতে করোনাভাইরাস মহামারীর থাবা পড়ার আগে চিকিৎসাজনিত কারণে রোজ ১,০০০-১,২০০ মেট্রিক টন অক্সিজেনের প্রয়োজন হত। কিন্তু গত ১৫ এপ্রিল দেশে ৪,৭৯৫ মেট্রিক টন অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়েছে। গত এক বছরে আমরা উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়েছি।'

করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সহযোগিতা চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন মমতা

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা চেয়ে চিঠি লিখলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন করোনা মোকাবিলায় রাজ্যের সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতা করছে না কেন্দ্র সরকার। চিঠিতে করোনা সংক্রমণ রুখতে রাজ্যে টিকাকরণের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণ রেমডিসিভির, অক্সিজেন এবং অন্যান্য ওষুধপত্রও সরবরাহের আবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে ভোটপ্রচারে 'বহিরাগত'-দের আগমন নিয়ন্ত্রণ করতে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এর আগে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছিলেন, রাজ্য সরকার বিনামূল্যে রাজ্যেজুড়ে টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু করতে চায়। সেজন্য কেন্দ্রের তরফে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভ্যাকসিন যেন সরবরাহ করা হয়। কিন্তু সেই চিঠির এখনও কোনও উত্তর মেলেনি। রবিবার ফের মোদির উদ্দেশে কড়া চিঠি পাঠিয়েছেন মমতা । যাতে মূলত তিনটি দাবি তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার প্রথম দাবি, কেন্দ্র সরকার রাজ্যকে আরও অন্তত ৫.৪ কোটি করোনার ভ্যাকসিন সরবরাহ করুক। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, রাজ্য সরকার মোট ২.৭ কোটি মানুষকে টিকা দিতে চায়। সেজন্য প্রয়োজন ৫.৪ কোটি ভ্যাকসিন ডোজ। দ্বিতীয় দাবি, রাজ্যের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ রেমডিসিভিরের সরবরাহ যেন নিয়মিতভাবে বজায় রাখা হয়। এবং মুখ্যমন্ত্রীর তৃতীয় দাবি, যত দ্রুত সম্ভব রাজ্যের প্রয়োজনমতো অক্সিজেন সরবরাহ করুক কেন্দ্র। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা চিঠিতে মূলত রাজ্য সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রের সমন্বয় বজায় রাখার দাবি জানানো হয়েছে।

সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বেগ, ভোটপ্রচারে যে ভাবে ভিনরাজ্য থেকে নেতারা এরাজ্যে আসছেন তাতে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভিনরাজ্যের নেতাদের আনাগোনা কমাতে মোদীকে অনুরোধ করেছেন মমতা।

প্রসঙ্গত, এপ্রিলের প্রথম থেকেই পশ্চিমবঙ্গে ফের মাথাচাড়া দিয়েছে করোনা। দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা ৮,০০০ ছাড়িয়ে গেছে। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বেড সংকট দেখা দিয়েছে। যদিও তাতে রাশ পড়েনি ভোটপ্রচারে।

হাবড়ার আসন দখলে আনতে প্রার্থী রাহুলকে পাশে নিয়ে রোড-শো করলেন অমিত শাহ

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে 'সুবিধাজনক' আসন হাবড়ায় দলীয় প্রার্থী রাহুল সিনহাকে সঙ্গে নিয়ে হাবড়ায় রোড শো ও দলীয় কর্মীদের নিয়ে সভা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

রবিবার পর পর ৩টি কর্মসূচি রয়েছে অমিতে শাহের। হাবড়া বিধানসভা এলাকায় তিনি রোড-শো ছাড়াও একটি ঘরোয়া বৈঠকে যোগ দেবেন। শেষে হাবড়ায় বিজেপি কর্মীদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠকে বসবেন তিনি। রাজ্য বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে পূর্বস্থলীতে জনসভার পরে নাকাশিপাড়ায় জনসভা করবেন অমিত। এর পরে জনসভা রয়েছে স্বরূপনগরে। সেখান থেকে বিকেলে যাবেন হাবড়ায়। দেশবন্ধু পার্ক থেকে হাবড়া সুপার মার্কেট পর্যন্ত রোড-শো করার পরে তিনি স্থানীয় অনুপমা কমিউনিটি হলে স্থানীয় বিশিষ্টজনদের নিয়ে একটি ঘরোয়া সভা করবেন। নির্বাচন কমিশনের নতুন নিয়ম অনুযায়ী সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে প্রচার পর্ব শেষ করে চন্দ্রা প্যালেস নামে একটি বাড়িতে সাংগঠনিক বৈঠক করবেন। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, হাবড়াতেই নৈশভোজ সেরে কলকাতায় ফিরতে পারেন অমিত।

তৃণমূল অবশ্য অমিত শাহের সফরকে একেবারেই গুরুত্ব দিতে রাজি নয়। এই আসনের তৃণমূল প্রার্থী রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বক্তব্য, "অমিত শাহ আসুন। আমার বিরুদ্ধে প্রচার করুন। কিন্তু আমি বলছি, রাহুল সিনহা এ বারও হারবেন।"

রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি রাহুল কোনও দিনই নির্বাচনে জিততে পারেননি। অতীতে বিধানসভা, লোকসভা দুই নির্বাচনেই প্রার্থী হলেও কোনও দিন জয়ের মুখ দেখেননি তিনি। এবার সেই রাহুলকেই উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া আসনে প্রার্থী করেছে বিজেপি।

তবে নীলবাড়ির লড়াইয়ে হাবড়া আসনে তাঁর জয় অনেক সহজ বলেই দাবি করছেন রাহুল। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই আসনে মাত্র ১২.৪১ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিল বিজেপি। জ্যোতিপ্রিয় জিতেছিলেন ৫৪.৯১ শতাংশ ভোট পেয়ে। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে ফলের নিরিখে বিজেপির শক্তি অনেকটাই বাড়ে বারাসত লোকসভা আসনের অন্তর্গত এই বিধানসভা এলাকায়।

কুম্ভ ফেরত দর্শনার্থীদের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইন নির্দেশ দিল দিল্লি সরকার

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : কুম্ভ মেলা থেকে ফেরত পুণ্যার্থীদের ১৪ দিনের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইন থাকার নির্দেশ জারি করল দিল্লির কেজরিওয়াল সরকার। দিল্লি সরকার এক নির্দেশনামা জারি করে বলেছে, সমস্ত দিল্লির নাগরিক, যাঁরা হরিদ্বারের কুম্ভ মেলা থেকে ফিরে আসবেন তাদের প্রত্যেককে বাধ্যতামূলক ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। এই নির্দেশ অমান্য করলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও নির্দেশনামা জারি করা হয়েছে। দিল্লির মুখ্য সচিব বিজয় দেব এই নির্দেশনামা জারি করে জানিয়েছেন, গত ৪ এপ্রিল থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত দিল্লি বাসিন্দাদের মধ্যে যাঁরা কুম্ভ গিয়েছিলেন, তাদের সমস্ত বিবরণ দিল্লি সরকারের ওয়েবসাইটে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জানাতে হবে।

এমনকি যারা ১৮ থেকে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে কুম্ভ যাবেন, তাঁরাও দিল্লি ত্যাগ করার আগে সমস্ত বিবরণ জানাতে হবে। এ থেকে সমস্ত কুম্ভ মেলা দর্শনার্থীদের সনাক্ত করা সম্ভব হবে বলে জানা গিয়েছে।

বহির্বিশ্বে কলকাতায় বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন দিবস পালিত

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল (হি.স.) : ৫০ বছর আগে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের পতাকা যে মিশনে প্রথম উত্তোলিত হয়েছিল, রবিবার কলকাতার সেই মিশনেই চমকপ্রদভাবে পতাকা উত্তোলিত হল।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলায় (বর্তমান মুজিবনগর) বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নেয়ার পরদিনই দুপুর ১২ টা ৪১ মিনিটে কলকাতায় পাকিস্তানের মিশন 'বাংলাদেশ মিশন' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। রবিবার সকালে উপ-হাইকমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে কলকাতাস্থ উপ-হাইকমিশন ভবনের চারদিকে প্রদক্ষিণ করেন। পতাকার চার প্রান্তে চার উইং প্রধান কাউন্সেলর (শিক্ষা ও ক্রীড়া) রিয়াজুল ইসলাম, কাউন্সেলর (কনস্যুলার) মোঃ বশির উদ্দিন, প্রথম সচিব (প্রেস) ড় মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল, প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) মোঃ শামছুল আরিফ ও মাঝে উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান এবং মিনিস্টার (রাজনৈতিক) ও দূতালয় প্রধান বি এম জামাল হোসেন পতাকা ধরে উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণ ঘুরে পতাকা উত্তোলনের নিয়ম যথাযথভাবে মেনে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান। পতাকা উত্তোলনের ব্যাপারে তৌফিক হাসান বলেন, আজকের দিনটি 'বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস ডে' হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে। দূতাবাসের প্রথম সচিব (প্রেস) জানান, ড় মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল এ কথা জানিয়ে বলেন, ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর দিক নির্দেশনায় দেশের মানুষ এক হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে দেশকে স্বাধীন করে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের স্থান করে নেয়। এক্ষেত্রে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। জনাব হাসান আরও বলেন, আমি খুব গর্বিত এই জন্য যে, দেশের বাইরে যে মিশনে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল সে মিশনেই পতাকা উত্তোলনের ৫০ বছর পূর্তিতে আমার এই পতাকা উত্তোলনের সৌভাগ্য হলো।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল কলকাতায় পাকিস্তানের উপ-দূতাবাসে কর্মরত ৭০ জন বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারি বাংলাদেশের আনুগত্য ঘোষণা করে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

করোনা পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারসূচি বাতিল করলেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : রাজ্যে আর ভোট প্রচারে আসবেন না কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। বাড়তে থাকা কোভিড সংক্রমণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। এমন পরিস্থিতিতে আমজনতার কথা মাথায় রেখে রাজনৈতিক সমাবেশ করতে রাজি নন কংগ্রেস নেতা। রবিবার টুইট করে নিজেই এই সিদ্ধান্তের কথা জানালেন রাহুল।

বিধানভবন সূত্রে খবর ছিল, শেষ তিন দফা নির্বাচনের আগে রাজ্যে প্রচারে আসার কথা ছিল রাহুলের। মূলত বাদুড়িয়া, নোয়াপাড়া, মালদহ ও মুর্শিদাবাদে ব্যালি করার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু কোভিড সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ের জেরে সেই অনুষ্ঠান সূচি বাতিল করলেন তিনি। অন্যান্য রাজনৈতিক দলকেও প্রচার থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছেন রাহুল। ইতিপূর্বে পঞ্চম দফা ভোটের আগে গোয়ালপোখর ও মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে সভা করেছিলেন রাহুল।

এদিন টুইটারে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী লেখেন, বাড়তে থাকা করোনা সংক্রমণের জেরে বাংলায় আমার সমস্ত রাজনৈতিক প্রচার স্থগিত করছি। তিনি আরও লেখেন, "এই পরিস্থিতিতে বড় বড় রাজনৈতিক সমাবেশের ফল কী হতে পারে, তা ভেবে দেখার জন্য অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে আবেদন করছি।" তাঁর কর্মসূচি স্থগিত করার ফলে রাজ্যে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর প্রচারে আসা নিয়ে ধন্দ তৈরি হল। পাশাপাশি, ব্যালি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকেও বিঁধেছেন রাহুল।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে কোভিড পরিস্থিতির কথায় মাথায় রেখে বড় জন সমাবেশের সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল বামফ্রন্ট। কোভিডবিধি মেনে ছোট ছোট পথসভার কথা ঘোষণা করেছিল তাঁরা। তবে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে এমন কোনও ঘোষণা এখনও করা হয়নি। এর মাঝেই নিজের প্রচার সভা বাতিল করলেন রাহুল। তবে তাঁর এই সিদ্ধান্তের জেরে কংগ্রেসের ভোটপ্রচার কিছুটা ধাক্কা খাবে।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ে বারাণসীতে প্রধানমন্ত্রী পর্যালোটনা বৈঠক করলেন

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল(হি.স.) : দেশজুড়ে করোনা সংক্রমনের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। রবিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূত্রে জানা গেছে শনিবার পর্যন্ত দেশজুড়ে ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৫০০ জন সংক্রমিত হয়েছে। এই মতো পরিস্থিতিতে রবিবার বারাণসীর কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনায় বসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উল্লেখ্য, শনিবার রাতেও তিনি দেশের করোনা মোকাবিলার পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। জানা গিয়েছে, এদিন সকাল এগারোটা তিনি তার নিজের সংসদীয় কেন্দ্র বারানসীতে থেকে বৈঠক করবেন। স্থানীয় প্রশাসন এবং চিকিৎসক রা এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। এদিন প্রধানমন্ত্রীর দফতর পিএমও দফতর থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে। শনিবার দেশের পরিস্থিতি নিয়ে রিভিউ মিটিং করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই বৈঠকে ওষুধ, অক্সিজেন, ভেন্টিলেটর ও ভ্যাকসিন সহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একত্রিত ভারত গত বছর যেভাবে ঘটনার মোকাবিলা করেছিল, এ সময়ও বজায় রেখে দ্রুততার সঙ্গে এবারও সেটা করতে হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।